সত্যজিৎ রায়
প্রোফেসর শঙ্কু
হাড় • রোবু
আ ন ন্দ

সত্যজিৎ রায়

প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার

প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়

প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু

ছবি : অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ
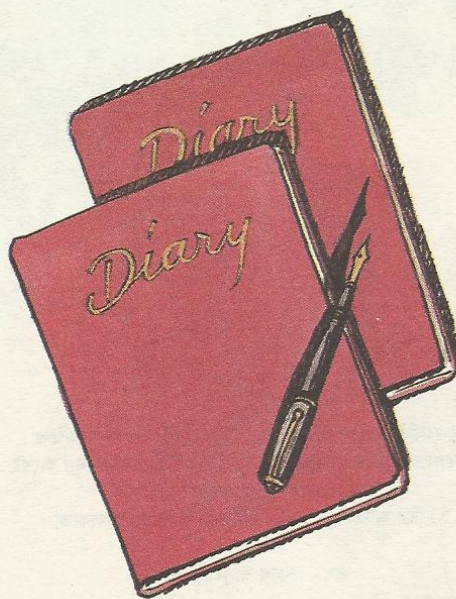
প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়
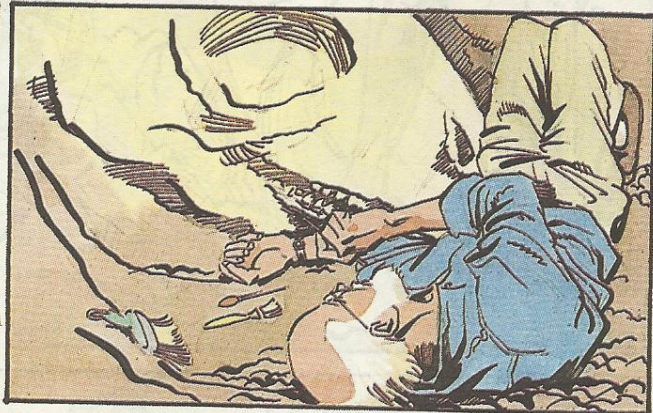
পাঁচ দিন পর ...

এবার আস্তে আস্তে নিয়ে চলো।

বিরাট তোড়জোড় করে ঢাক পিটিয়ে একটা প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের ইচ্ছে ছিল না আমার। আমি নিরিবিলি কাজ করতে ভালবাসি।

প্রহ্লাদ
এদিকে
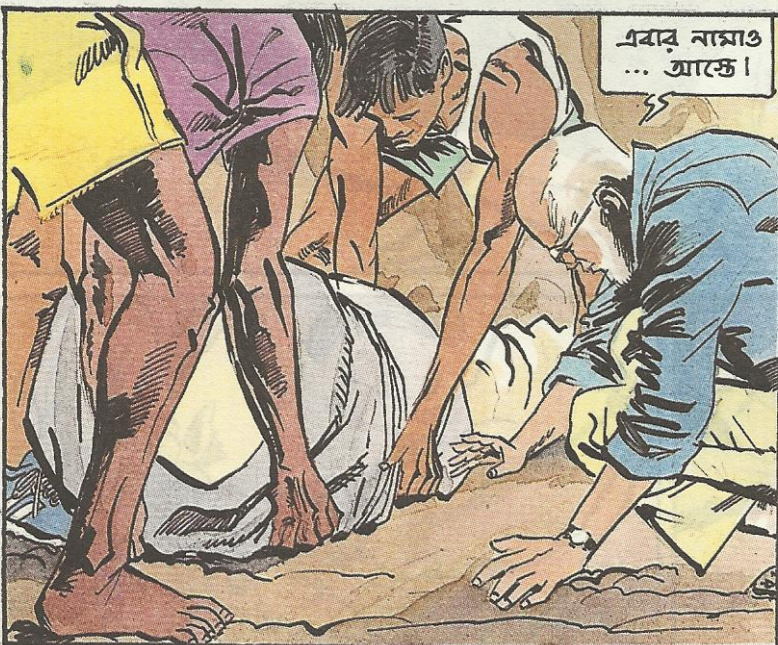
এবার নামাও
... আস্তে।

টি-রেক্স!
স্থানীয় ছোঁড়ারা অনেক সাহায্য করছে।
আর আমার বইপত্র খুব ঘেঁটেছে।
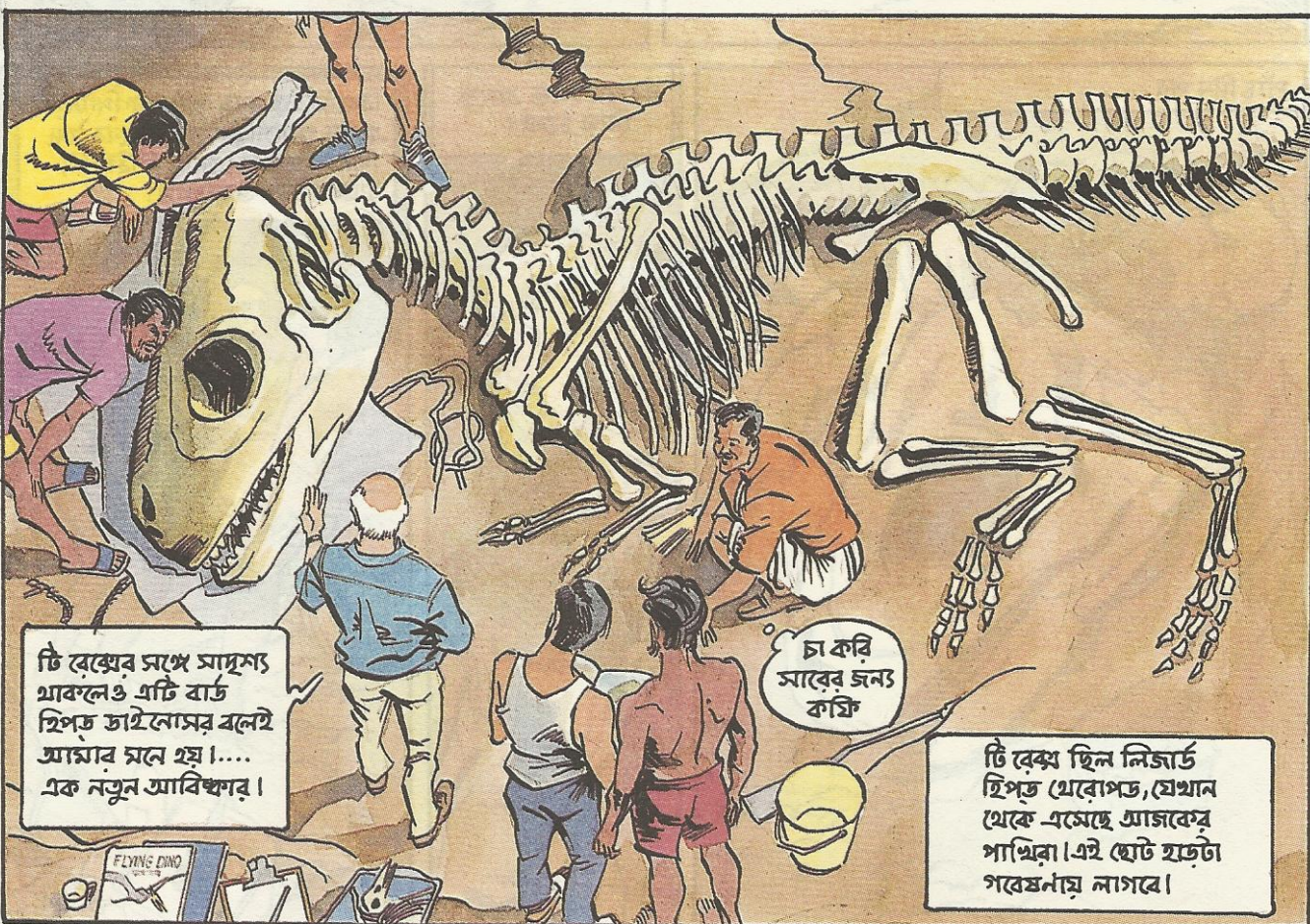
টি রেক্সের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও এটি বার্ড হিপড্ ডাইনোসর বলেই আমার মনে হয়।.... এক নতুন আবিষ্কার।
চা করি সারের জন্য কফি
টি রেক্স ছিল লিজার্ড হিপড্ থেরোপড, যেখান থেকে এসেছে আজকের পাখিরা। এই ছোট হাড়টা গবেষণায় লাগবে।
FLYING DINO

আজ আসি প্রোফেসর। কাল ঠিক সময় চলে আসব।
বেশ বেশ, এসো।

কিছু জিনিসপত্র আনতে হবে। সন্ধের মধ্যে ফিরে আসব।

আমি প্রোফেসর শঙ্কু। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আমার কারবার। সেখানে হাড় এবং প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে এত মেতে উঠলাম কেন?

এর জবাব দিতে গেলে তিন বছর আগেকার ঘটনায় ফিরে যেতে হয়। যে ঘটনা আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

এক বৈশাখ মাসের বিকেলে...
অবিনাশবাবু আসছেন।

এই যে আছেন দেখছি... এত মশাই....
মনে হয়েছিল আপনি একবার আসবেন।

এই নিন।
ও বাবা - এমন ফল তো দেখিনি

গন্ধ আমের মতো.. আকারে কমলার মতো, অথচ মসৃন।
কেটে খেয়ে দেখুন।

আহাহা - এ যে অতি উপাদেয় ফল মশাই! এ কি দিশি না বিলিতি? পেলেন কোথায়? এর নাম কী?
আসুন।
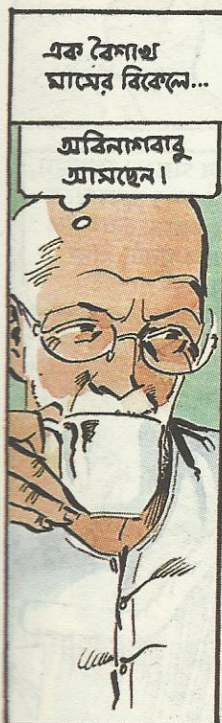
আমলা বা ম্যাঙ্গেবেঞ্জ গাছ। স্বাদ, গন্ধ, পুষ্টি, সব দিক দিয়েই আশ্চর্য নতুন সব ফল আবিষ্কার করার সম্ভাবনা রয়েছে।
বাড়ির জন্যে...

হ্যাঁ, নিন না।

এখন নতুনের যুগ মশাই। নতুন নতুন ফল আবিষ্কার হবে এ আর এমন কী।...এই দেখুন, ফলের ঝামেলায় আসল কথাটাই বলা হয়নি।

শ্মশানটা পেরিয়ে একটা শিমুলগাছ আছে, দেখেছেন ত? সেইটেয় এক সাধু এসে আস্তানা গেড়েছেন।
সেইটেয় মানে? সেই গাছটায়?

হ্যাঁ, গাছের ডাল ধরে ঝুলে যোগসাধনা করেন। মানে, পা দিয়ে ডাল আঁকড়ে মাথা নিচু করে ঝুলে থাকেন।
যত সব বুজরুকি!

আজ্ঞে না মশাই- বুজরুকি না! সাধুবাবার মন্ত্রজীবনী-মন্ত্র জানা আছে।

কী রকম?
কী রকম আবার? জন্তুজানোয়ারের কঙ্কাল এনে দিলে মন্ত্রের জোরে সেগুলোকে রক্তমাংস দিয়ে আবার জ্যান্ত করে ফেলেন।

চোখের সামনে দেখলুম, হাড়ের ওপর কোত্থেকে মাংস চামড়া লোম সব লেগে বাছুরটা হাম্বা হাম্বা বলে দে ছুট।

...বড় বড় ম্যাজিশিয়ান শুনেছি একসঙ্গে অনেক লোককে হিপনোটাইস করতে পারে। এখানে তা বলতে পারবেন না - এই ত আসবার সময়ও দেখে এলাম সেই বাচ্চুবকে - দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

আপনার এই সব ব্যাপারে বিশ্বেস-টিশ্বেস নেই। যাবেন নাকি একবার ?
মিথ্যে হলে বড় জোর ঘন্টা-খানেক সময় নষ্ট হবে।
চলুন দেখা যাক।
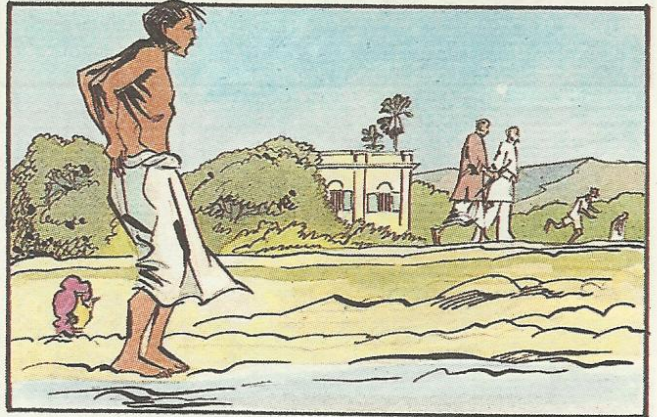
একেবারে ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। ওই যে হত্তে জমা করা হয়েছে।

এইভাবে বেশিক্ষণ থাকলে মাথায় রক্ত উঠে মৃত্যু অনিবার্য।

বমমররর
ঘাউউউ
সম্মোহনের আশ্রয় নিলে আমার কাছে বুজরুকি ধরা পড়তে বাধ্য।
দোলা থামল... এবার যেন সমস্ত শরীর কম্পমান।

ঘট ঘট ঘট ঘট ঘট ঘট
লোকটা মন্তর-টন্তর আওড়ায় না?
এখনই শুরু হবে।
চিঁ চি চি
চিঁ চি চি
চিঁ চি চি
এটাই যদি সঞ্জীবনীমন্ত্র হয় এর অনুধাবন করা মানুষের অসাধ্য।
গ্রামোফোনের স্পিড অসম্ভব বাড়িয়ে দিলে সুর যেমন চড়ে যায়, এ যেন সেইরকম ব্যাপার।

?!
জায়গায় জায়গায় জোড়া লেগে গেল!
ও মশাই, কেমন বুঝলেন?

পুঁথিগত বিদ্যার দৌড় ত দেখলাম মশাই। অ্যাসিড-ম্যাসিড ঘেঁটে হাতটাত পুড়িয়ে বিস্তর নাজেহাল হলেন। এইসব ছেলেখেলা বন্ধ করে আমার সঙ্গে আলুর চাষে নেমে পড়ুন।

তিন দিন কেটে গেল। কাজে মন বসছে না।
CHEMISTRY

মেডিকেল ছাত্র আমরা। এসব বুজরুকি আমাদের সঙ্গে চলবে না। এই স্কালটা কী করে দেখি।
নিকাল যা!
উনি সম্পূর্ণ কঙ্কাল না হলে কাজ করেন না।
মন্ত্রটার কূলকিনারা করা কি কোনওভাবে সম্ভব নয়?...গ্রামোফোনের স্পিড...?
টেপ-রেকর্ডারে মন্ত্রটাকে রেকর্ড করে স্পিড কমিয়ে শুনলে কেমন হয়?
শুভস্য শীঘ্রম!
?

আজ আর হাড়ের খেলা
হবে বলে ত মনে হয় না।

কু-হু-হু-উ

বলো হরি
হরিবোল।
হুউ!
বলো হরি
হরিবোল!

ভাবলুম বৃষ্টিতে ভিজবেন বুঝি।
কফি নিয়ে আয়।
প্রথমে সাধারণ স্পিডে শুনে তার পর অর্ধেক স্পিডে চালাব।
বিজ্ঞানের কাছে এইখানেই ত্রিকালজ্ঞ সাধুবাবার পরাজয়।

কু-হু-উ বলো হরি
হরিবোল কু-হু-উ হাউ!

এই শুরু হবে...
বলো হরি হরিবোল!

UHER

থেমে গেল কেন? কোনও...

হ্যাঃ! হ্যা! হ্যা!

?

কোথায় সাধুবাবা?
ভুল দেখলাম নাকি?

যাকগে, চলেই যখন গেছে, তখন আর ভেবে লাভ কী? রিওয়াইন্ড করে আবার চালাই।

রর
হাঃ! হাঃ!

মন্ত্রের বদলে এই বিকট হাসি! কোনও এক অলৌকিক শক্তির বলে সাধুবাবা আমার প্রচেষ্টা ভন্ডুল করে গেছেন।

শিমুলগাছে টু লেট টাঙানো রয়েছে দেখে এলুম। দুটো হবু ডাক্তার একটা নরকঙ্কাল নিয়ে হাজির। কিন্তু সাধুবাবা পগার পার।

হাড়ের নেশা এর পর থেকেই আমাকে পেয়ে বসে। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, তার সবের মধ্যেই যে একটা অস্থিগত সাদৃশ্য আছে তা, জেনে একটা অদ্ভুত মনোভাব হয়।

ওই ভুতুড়ে চশমা পরে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে কোথায় চলেছেন?

এটা দিয়ে জীবন্ত প্রাণীর কেবল কঙ্কালটাই দেখতে পাবেন।

অ্যাঁ, সে কী?

আমার নাম শ্রীরঙ্গম আয়াঙ্গার এখানকার স্কুলে গণিত শিক্ষক। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পেরে আমি ধন্য।

আমি আপনার কাজ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখি। আমার বাড়িতে একবার যদি আসেন, ত একটা কাজের জিনিস দেখাতে পারি।
...খুব কাছেই।
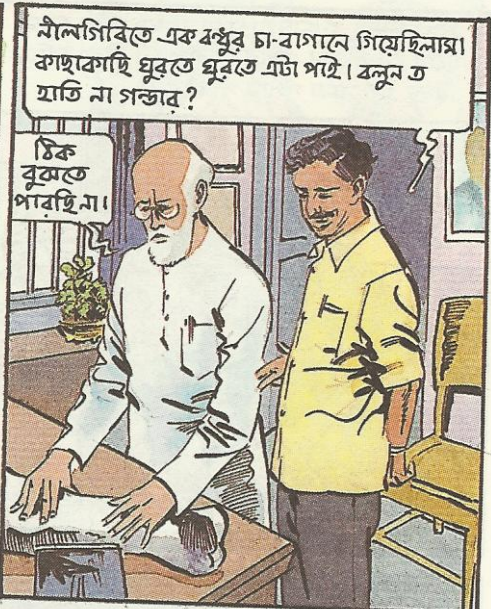
নীলগিরিতে এক বন্ধুর চা-বাগানে গিয়েছিলাম। কাছাকাছি ঘুরতে ঘুরতে এটা পাই। বলুন ত হাতি না গন্ডার?
ঠিক বুঝতে পারছি না।
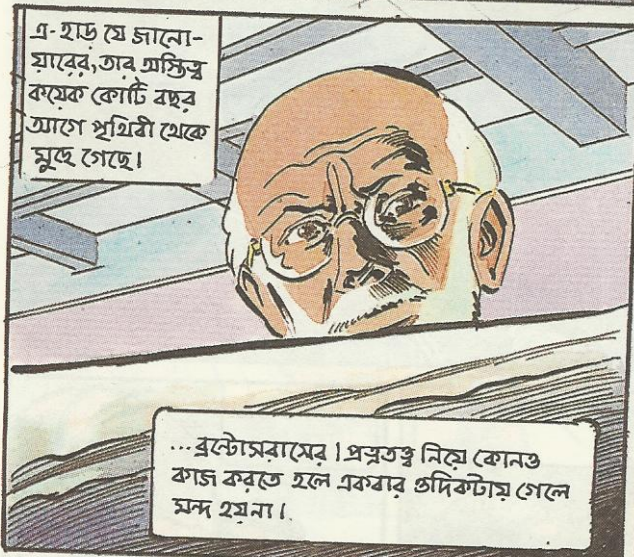
এ-হাড় যে জানোয়ারের, তার অস্তিত্ব কয়েক কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে মুছে গেছে।
...ব্রন্টোসরাসের! প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে কোনও কাজ করতে হলে একবার ওদিকটায় গেলে মন্দ হয় না।
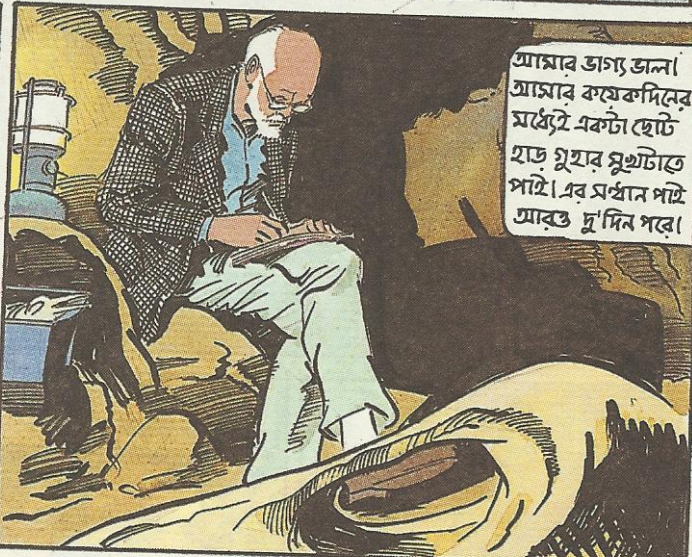
আমার ভাগ্য ভাল। আমার কয়েকদিনের মধ্যেই একটা ছোট হাড় গুহার মুখটাতে পাই। এর সন্ধান পাই আরও দু'দিন পরে।

বাঙ্গালোরে আমার আবিষ্কারের কথা জানিয়ে দেব। একা এ-হাড় স্থানান্তরিত করা অসম্ভব।

?
খুট খুট খুট খুট খুট খুট

!
খট খট খট

ব্র্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ
অ্যাঁ অ্যাঁ
বাইরে দেখছে। গাছ....
?

এবার বাঁ হাত পূর্বদিকে তুলে অন্য এক মন্ত্র... এতদিন যা দেখেছি, তার বিপরীত জাদু?
এই জানোয়ার উদ্ভিদজীবী ... অত্যন্ত ক্ষুধার্ত।

কিন্তু মন্ত্র কাজ শুরু করে দিয়েছে .... সাধুবাবা?

চপ!
আঁ আ আ আ আ আ

গায়ে গায়ে লেগে দু'জনেরই এক হাল।

রাখে কেষ্ট মারে কে? এ মাংসাশী হলে প্রথমে আমাকেই খেত। .....একেই কি বলে হাড়ে হাড়ে অভিজ্ঞতা?
চিঁ হি হি হি হি

সমাপ্ত
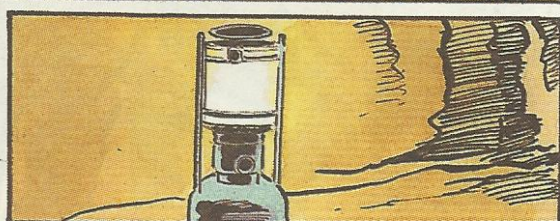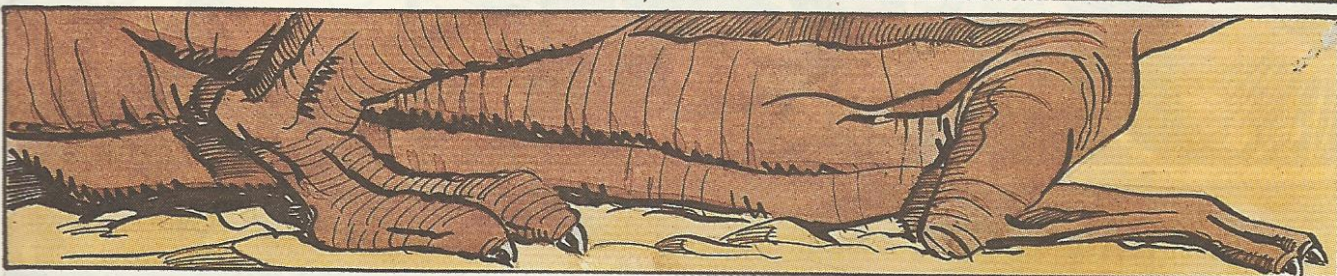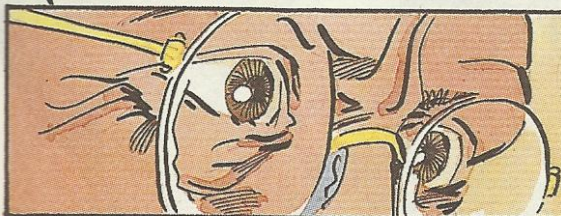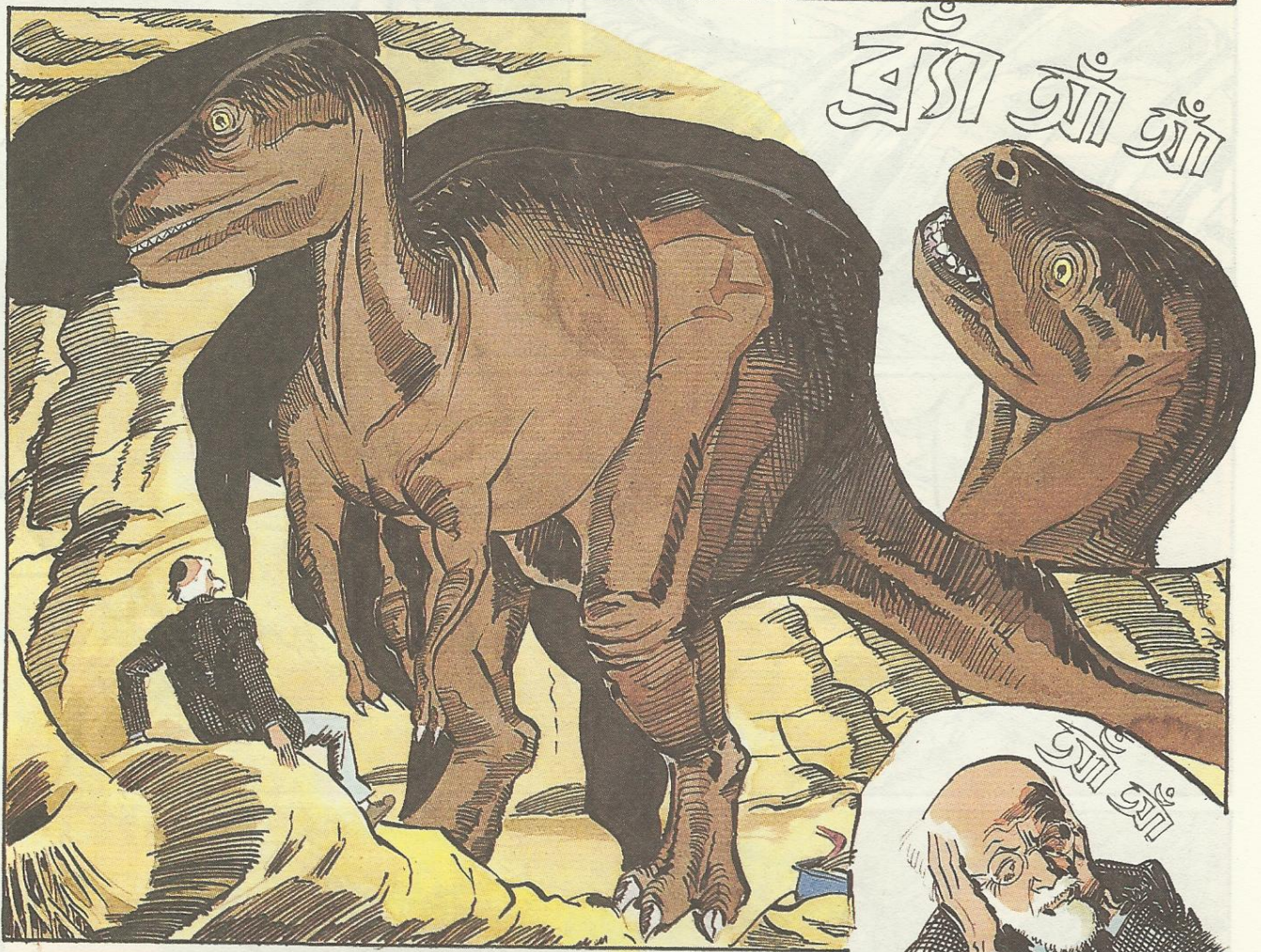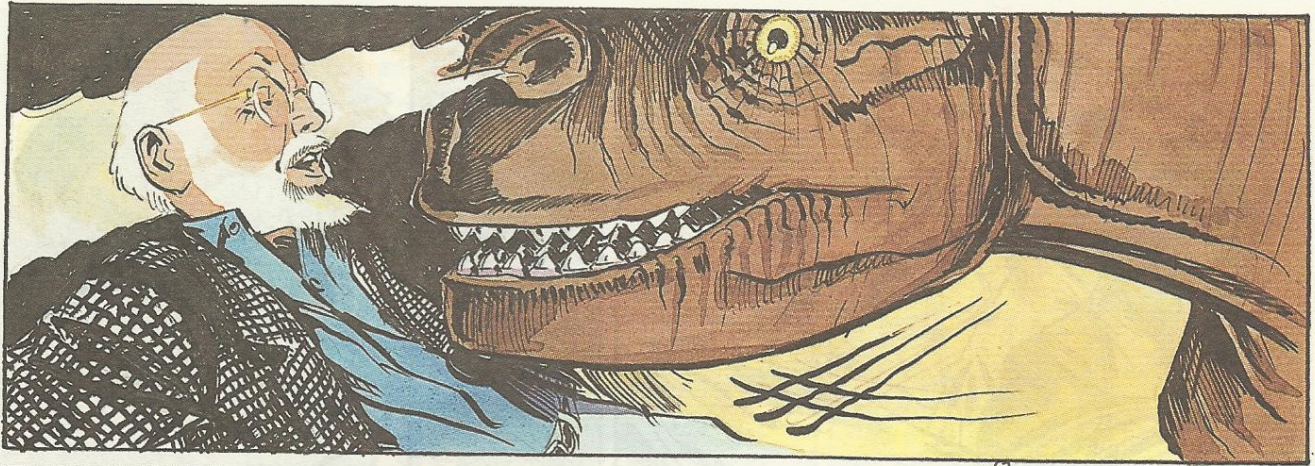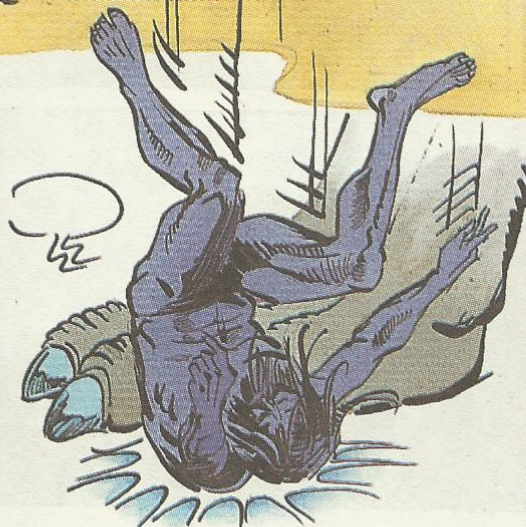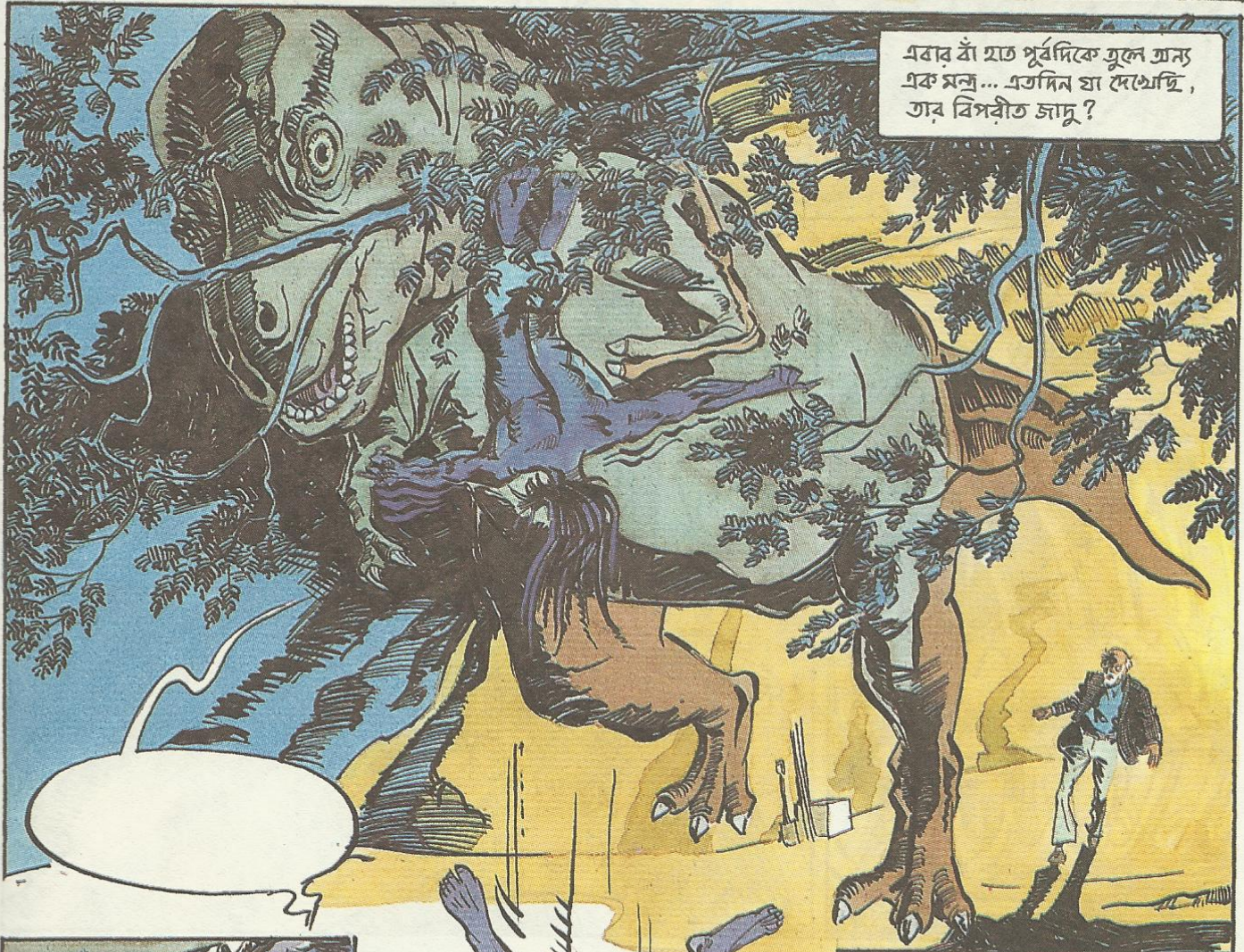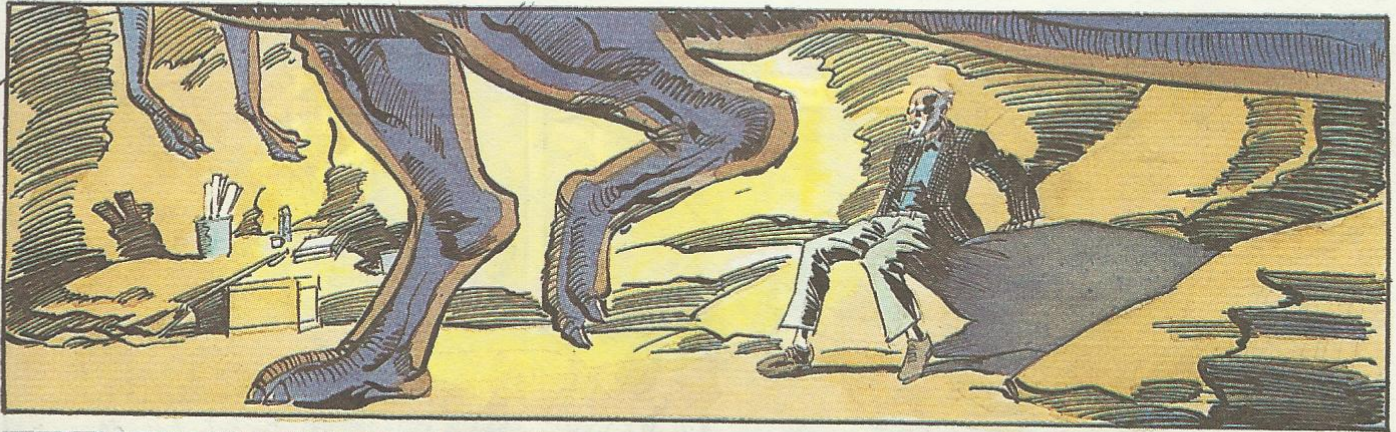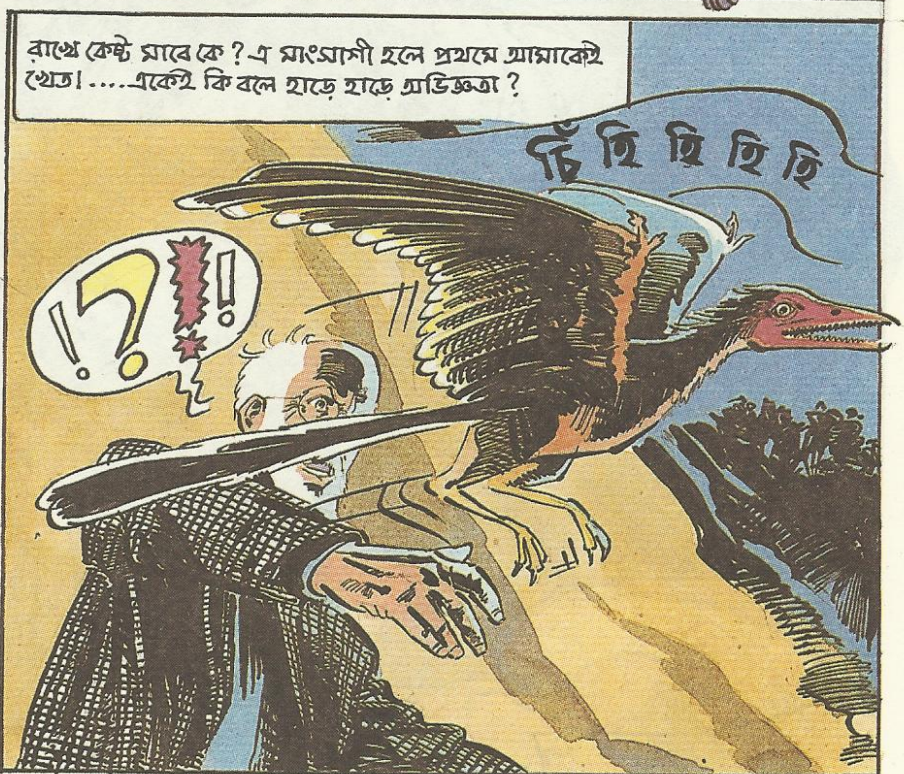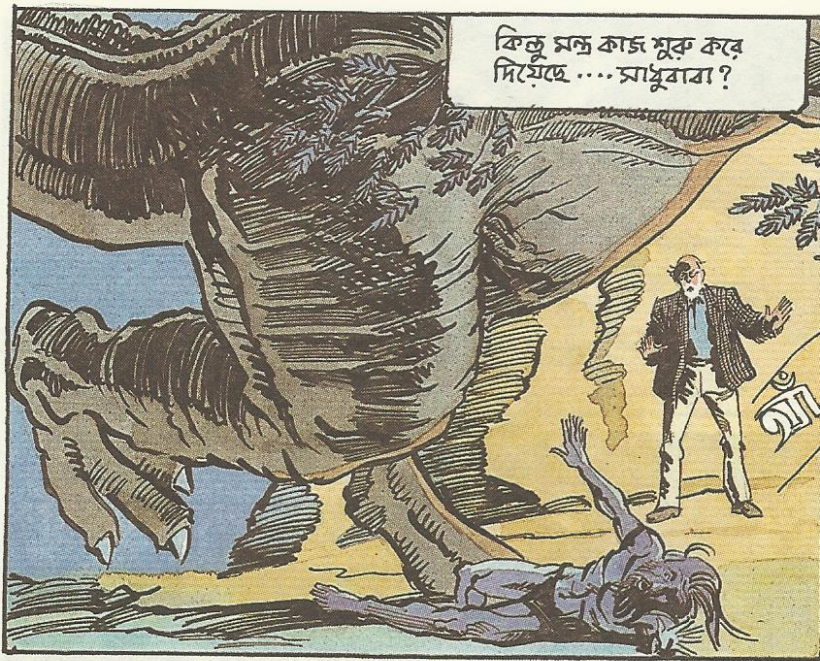
প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু
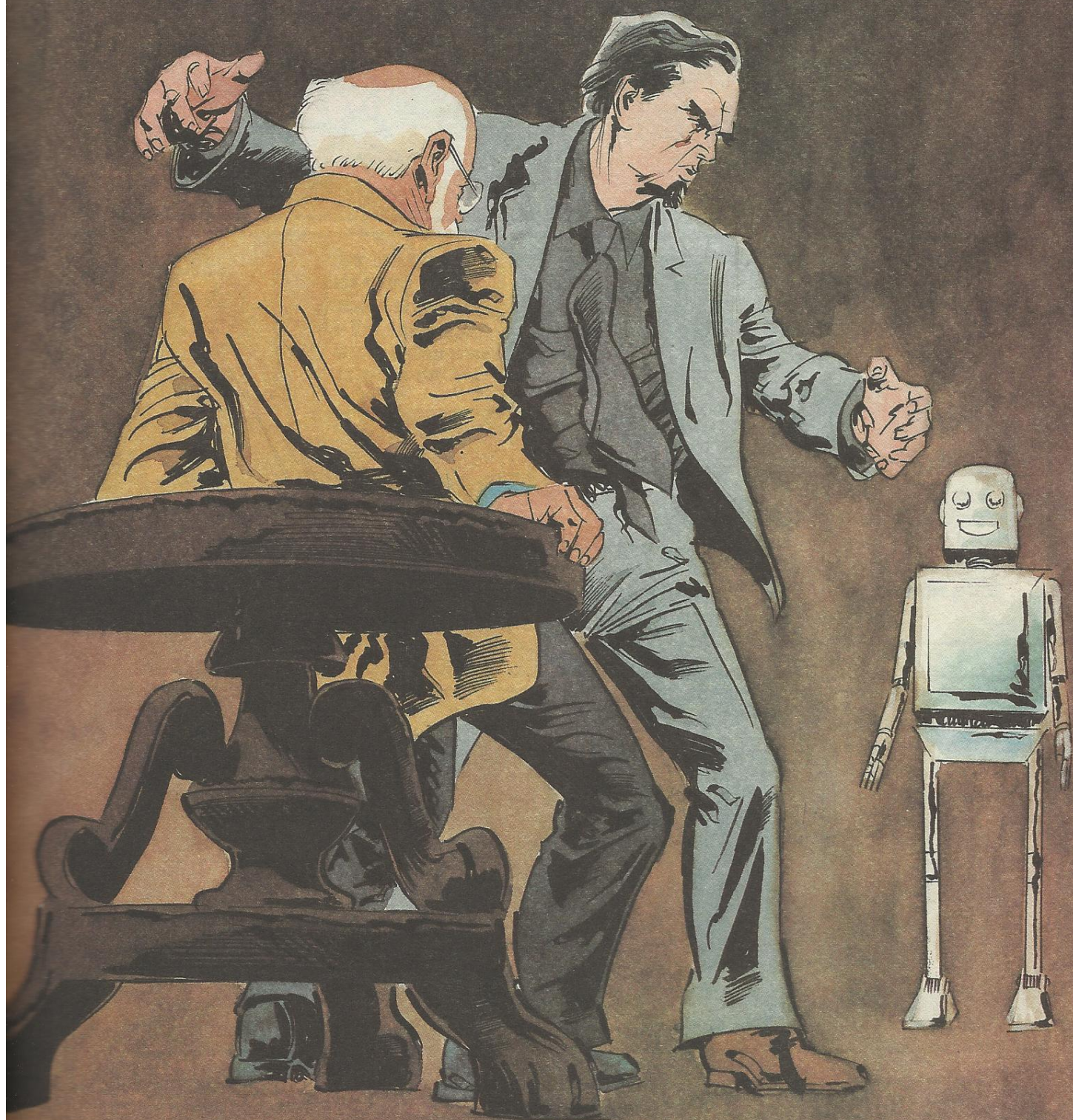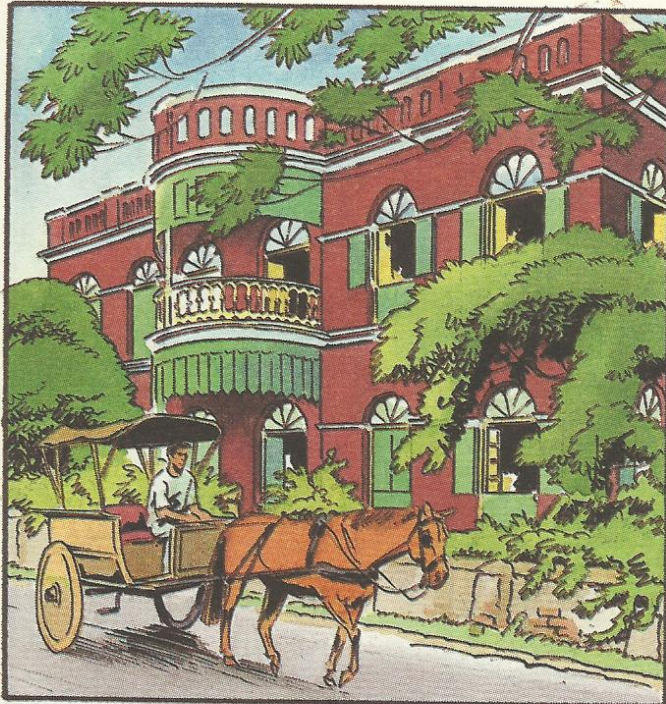
তোমার তৈরি রোবো বা যান্ত্রিক মানুষের কথা শুনে আমার আনন্দের চেয়ে বিস্ময় হচ্ছে বেশি।
রোবো নিয়ে তোমার গবেষনামূলক লেখা পড়ে আমার অনেক উপকার হয়েছে।
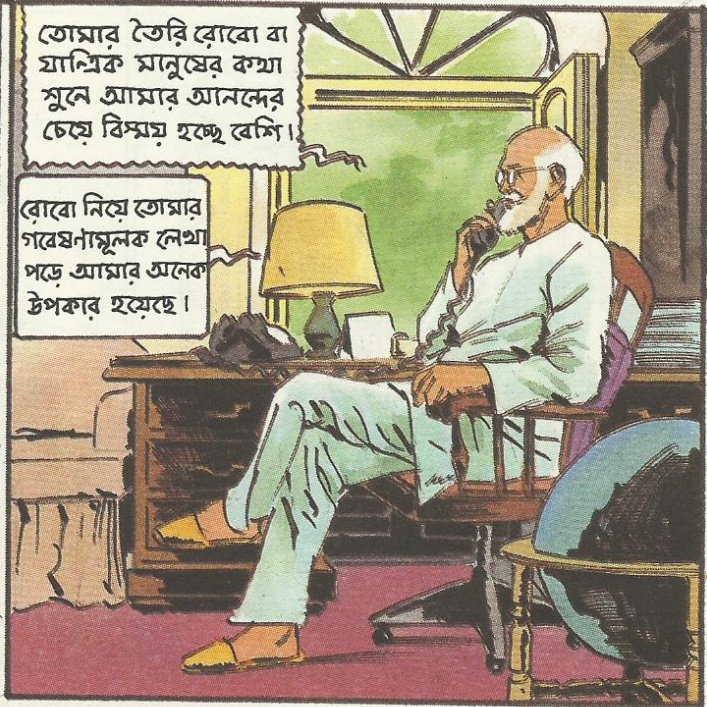
কিন্তু তোমার রোবো যদি সত্যিই তোমার বর্ননার মতো হয়ে থাকে তা হলে বলতেই হবে, আমার কীর্তিকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছ তুমি'

আমার বয়স হয়েছে, শরীর ভাল যাচ্ছে না। তাই ভারতবর্ষে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি যদি একটিবার তোমার রোবোকে নিয়ে আসতে পারো আমি শুধু খুশিই হব না, আমার উপকারও হবে।
এই হাইডেলবার্গেই আমার পরিচিত আর এক বৈজ্ঞানিক আছেন, ডক্টর বোর্গেল্ট। তিনিও রোবো নিয়ে কাজ করছেন , হয়ত তাঁর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিতে পারি।
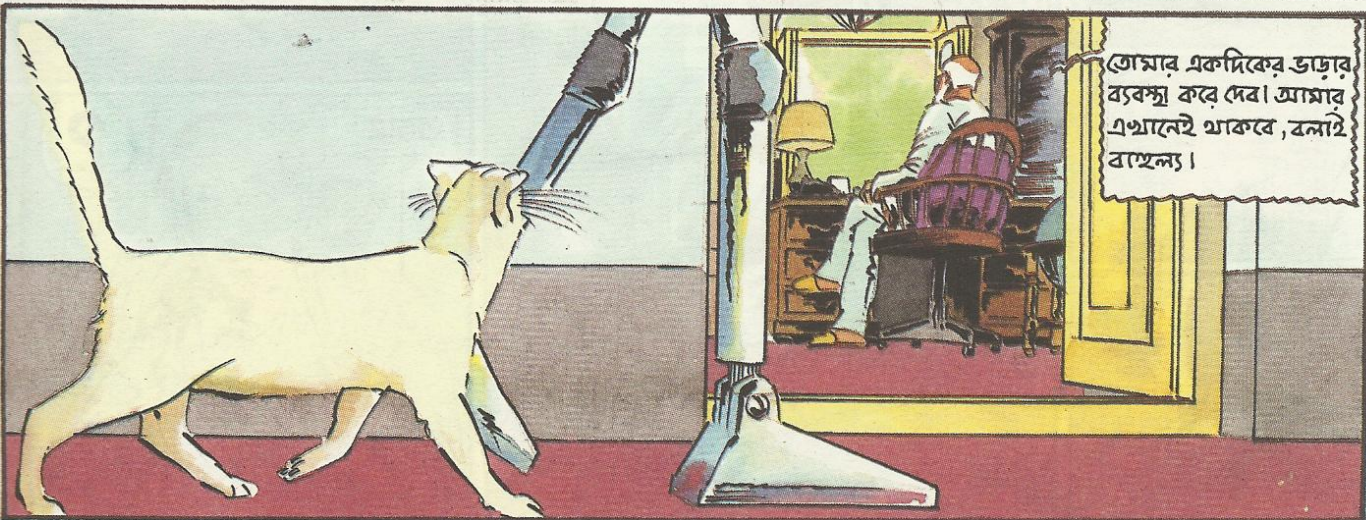
তোমার একদিকের ভাড়ার ব্যবস্থা করে দেব। আমার এখানেই থাকবে, বলাই বাহুল্য।

আপনার চা।
ধন্যবাদ, রোবু।

পরের দিন
তিন মাস পরে সময় দিলেন। একেবারে সোজা ল্যাবেটরিতে।

অ্যাই!
?

ওটা কী? ···কলের গান··· না এ তো দেখছি টিনের পুতুল।
ওকেই জিজ্ঞেস করুন না, ওর নাম রোবু।
রোবুস্কোপ?
আমার কাজ নিয়ে প্রতিবেশী অবিনাশ-বাবুর ঠাট্টা মাঝে মাঝে বরদাস্ত করা যায় না।
রোবুস্কোপ কেন হতে যাবে? ওর নাম রোবু, নাম ধরে জিজ্ঞেস করুন।
কী জানি বাবা, এ আপনার কী খেলা।
তুমি কী হে, রোবু?
আমি যান্ত্রিক মানুষ। প্রোফেসর শঙ্কুর
সহকারী।
অবিনাশবাবুর জন্য যেটা রাখা আছে নিয়ে এসো, রোবু।

নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহন করুন।
অ্যাঁ... শেম ইউ। এ তো দেখছি আপনার আসলা ফল।
ঘরে ঢুকে ভুলেই গেছি .... শুভ নববর্ষ .... আর ধন্যি আপনার মাথা। ধন্যি।
পুরনো এক প্রোগ্রামে বোর্গেল্টকে দেখাচ্ছে। পামার যার কথা বলল।
যান্ত্রিক মানুষ তৈরির ব্যাপারে জার্মানরা যা কৃতিত্ব দেখিয়েছে তেমন আর কোনও দেশে কেউ দেখায়নি।
খুব দেমাকি।
আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। তবু যান্ত্রিক মানুষকে দিয়ে চাকরবাকরের কাজ বা মহাকাশ অভিযান সম্ভব হলেও, তাকে দিয়ে বুদ্ধির কাজ কোনওদিনও করানো যাবে না।

কল্পবিজ্ঞানের জগতে রোবটরা মোৎসার্ট বাজাচ্ছে ত দূরের কথা, এখনও পর্যন্ত ..
কোনও বৈজ্ঞানিক তার রোবোকে দিয়ে বারো মাসের শিশুও যে সব কাজ অনায়াসে করাতে পারে তাও করাতে পারেনি।
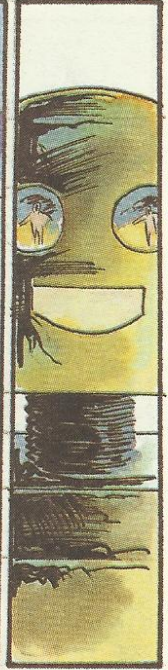
হাইডেলবার্গ — ইউরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষের প্রতি জার্মানির একটা স্বাভাবিক টান আছে, জানো বোধহয়।
জানি।
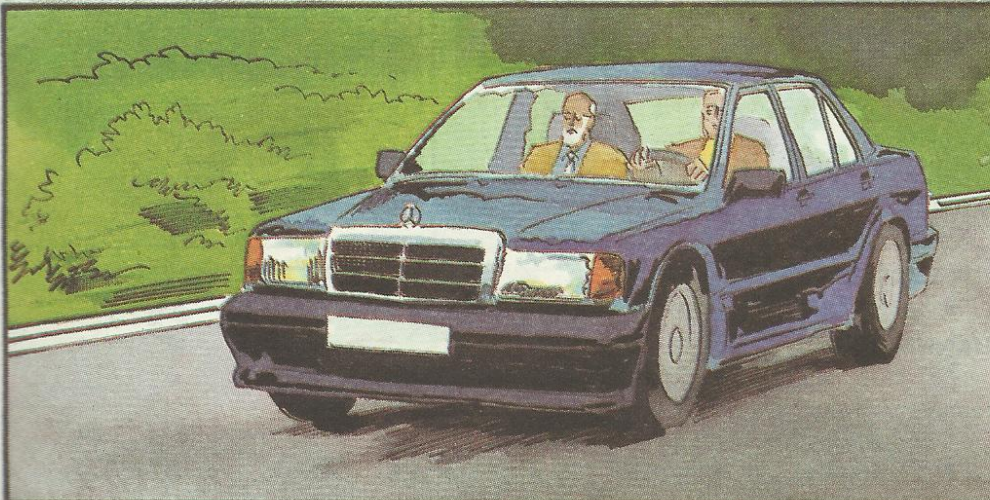
তোমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির অনেক বই পড়েছি। ম্যাক্স-মুলার এসব বইয়ের চমৎকার অনুবাদ করেছেন। তাঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী। তুমি একজন ভারতীয় হয়ে যে কাজ করেছ, তাতে আমাদের দেশেরও গৌরব বাড়ল।

?
এ যে দেখছি তুমি আঠা, পেরেক আর স্টিকিং প্লাস্টার দিয়েই সব জোড়ার কাজ সেরেছ।
তুমি বলছ এই রোবো কথা বলে, কাজ করে?
পরীক্ষা করে দেখতে পারো। ওকেই জিজ্ঞেস করো।
Welche arbeit machst da?

Leh helte meinam hern bei seinar arbeit, and lose mathematische probleme.
?

শঙ্কু, তুমি যা করেছ বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বোর্গেল্টের ঈর্ষা হবে।
ঈর্ষা ?

বোর্গেল্টের কথা তোমাকে ত বলেছি। ও থাকে নেকার - এর ওপারে। আমার সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ ছিল। একই স্কুলে পড়েছি। বার্লিনে - আমি তিন বছরের সিনিয়ার ছিলাম। তারপর আমি হাইডেলবার্গে এসে ডিগ্রি পড়ি। ও বার্লিনেই থেকে যায়। বছর দশেক হল এখানে এসে ওদের পৈতৃক বাড়িতে রয়েছে।

ও কি নিজে রোবো তৈরি করেছে ?
অনেকদিন থেকেই লেগে আছে, কিন্তু বোধহয় সফল হয়নি।
আগে তো শুনেছিলাম ওর মাথাটাই বিগড়ে গেছে। গত ছ'মাস ও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। টেলিফোন করলে চাকর বলে বোর্গেল্ট অসুস্থ। ইদানিং আর ফোন-টোন করিনি।

তবে তুমি আসছ সেকথা এখানকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে বলেছি। তাদের সঙ্গে তোমার দেখাই হবে। খবরের কাগজের লোকও কেউ কেউ জেনে থাকতে পারে। বোর্গেল্টের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল।

আমি পৃথিবীর অনেক রোবই নিজে দেখেছি। কিন্তু তাদের কোনওটাই এত সহজে তৈরি হয়নি। আর এমন স্পষ্ট কথাও বলতে পারে না।

ও কিন্তু অঙ্কও করতে পারে। যে-কোনও অঙ্ক দিয়ে তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পারো।
বল কী ?

$\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \lfloor n / a^{n+1}$

এ একেবারে তাজ্জব কাণ্ড। শাবাশ তোমার প্রতিভা।

রোবু কি মানুষের মতো অনুভব করতে পারে ?
না – ও জিনিসটা ও পারে না।

আর কিছু না হোক, তোমার ব্রেনের সঙ্গে ওর যদি একটা সংযোগ থাকত তা হলে খুব ভাল হত। অন্তত তোমার একজন নির্ভরযোগ্য সাথী হতে পারত। আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। একটা যান্ত্রিক মানুষকে...
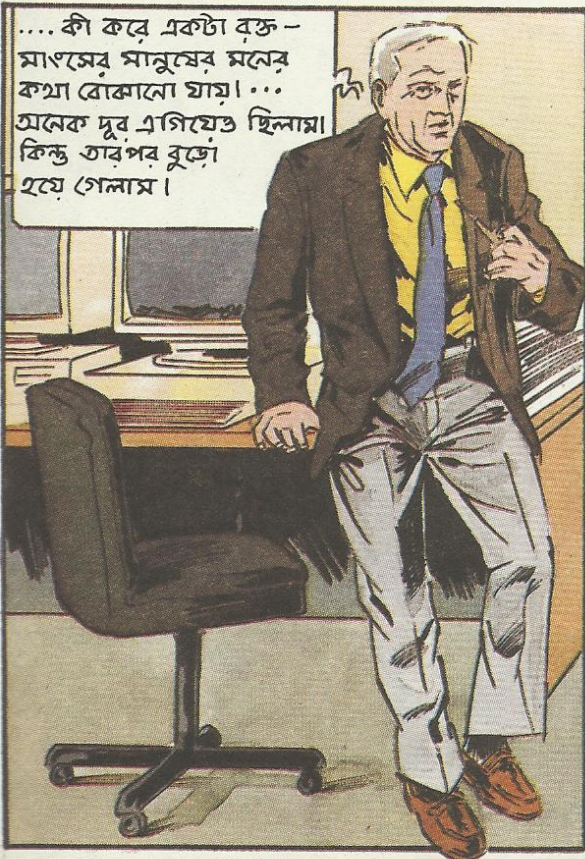
.... কী করে একটা রক্ত–মাংসের মানুষের মনের কথা বোঝানো যায়। ... অনেক দূর এগিয়েও ছিলাম। কিন্তু তারপর বুড়ো হয়ে গেলাম।

ব্রেনটা ঠিকই ছিল, কিন্তু হৃদরোগে কাবু করে দিল।
আমি রোবুর কাজে দিব্যি খুশি আছি। ও যতটুকু করে তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।
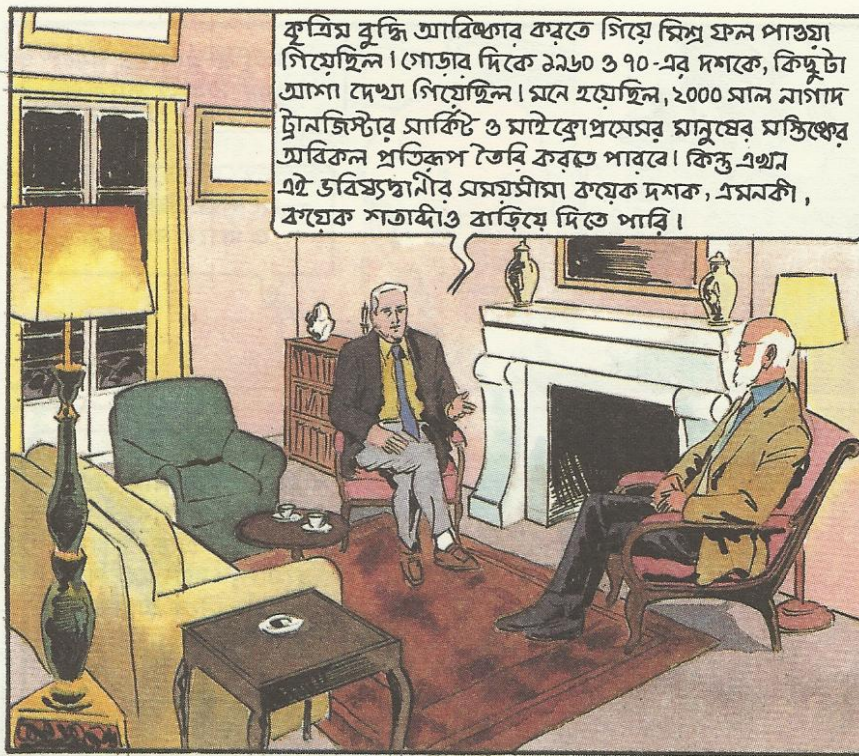
কৃত্রিম বুদ্ধি আবিষ্কার করতে গিয়ে মিশ্র ফল পাওয়া গিয়েছিল। গোড়ার দিকে ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে, কিছুটা আশা দেখা গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, ২০০০ সাল নাগাদ ট্রানজিস্টার সার্কিট ও মাইক্রোপ্রসেসর মানুষের মস্তিষ্কের অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করতে পারবে। কিন্তু এখন এই ভবিষ্যদ্বাণীর সময়সীমা কয়েক দশক, এমনকী, কয়েক শতাব্দীও বাড়িয়ে দিতে পারি।
কিন্তু আমরা যা দেখলাম তত কম বিস্ময়কর নয়। মানুষের মস্তিষ্কের হাজার কোটি নিউরন আরও অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। মানুষের বোধবুদ্ধি আগে যা ভাবা গিয়েছিল তার চেয়েও বেশি জটিল।
টং
টং
টং
টং
টং
টং
টং
দশটা বাজল।
গুটে নাখ্‌ট, হের প্রোফেসর পমার।
গুটে নাখ্‌ট। হের প্রোফেসর শঙ্কু।
গুটে নাখ্‌ট রোবু!
খট.
টক.
খট.
টং
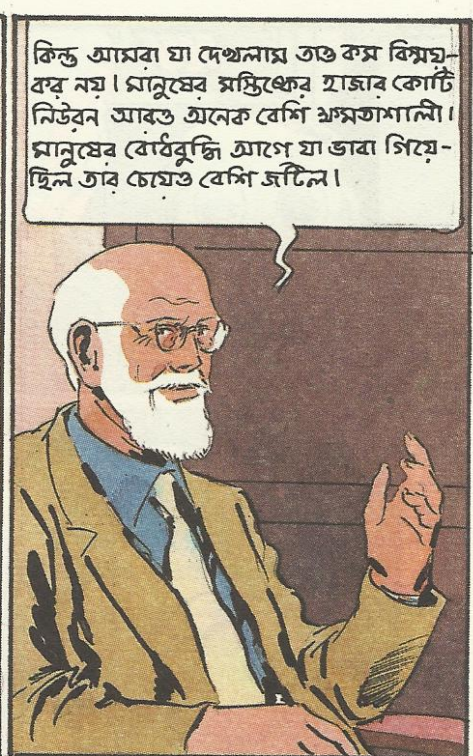
আজ শহরটা একটু ঘুরে দেখাব তোমায়। কাল ইউনিভার্সিটির দিকটায় যাওয়া যাবে।

সে কী, বোর্গেল্ট এসেছে দেখছি।

হ্যা, হের
প্রোফেসর শঙ্কু।
তা যায় না। ড্রিঙ্কস ?
ছেড়ে দিয়েছি। আমার সময়ও কম।

কই বোর্গেল্ট, তোমাকে দেখে তো লম্বা অসুখ থেকে উঠেছ বলে মোটেই বোধ হচ্ছে না - বরং মনে হচ্ছে চেঞ্জে গিয়ে শরীর সারিয়ে এসেছ।
অসুখ বললে লোকে উৎপাতটা কম করে।
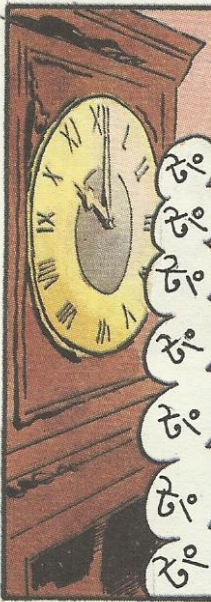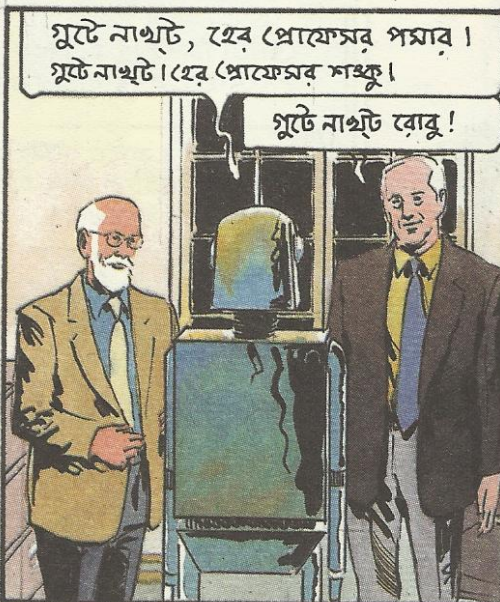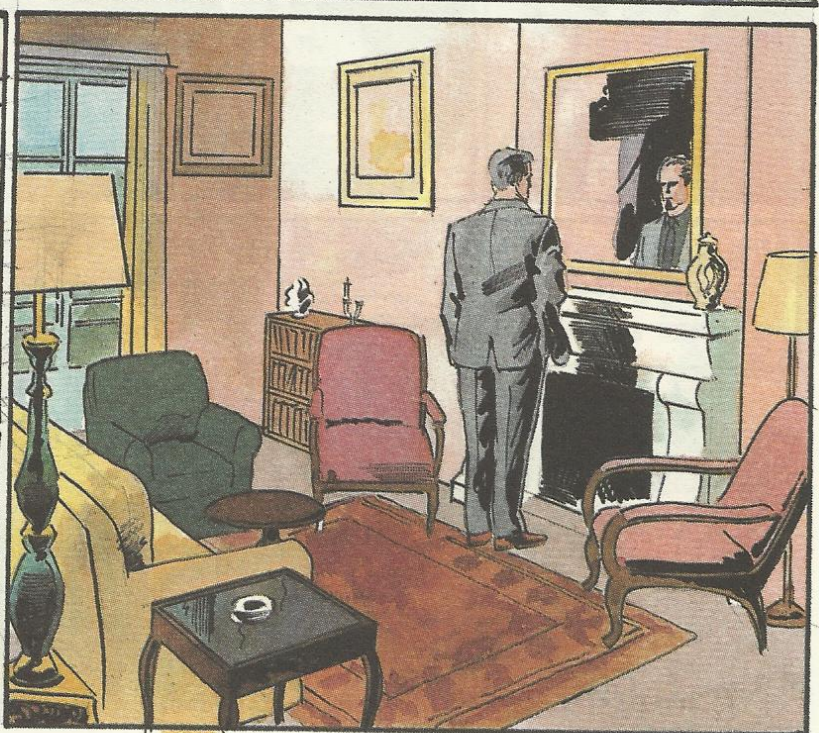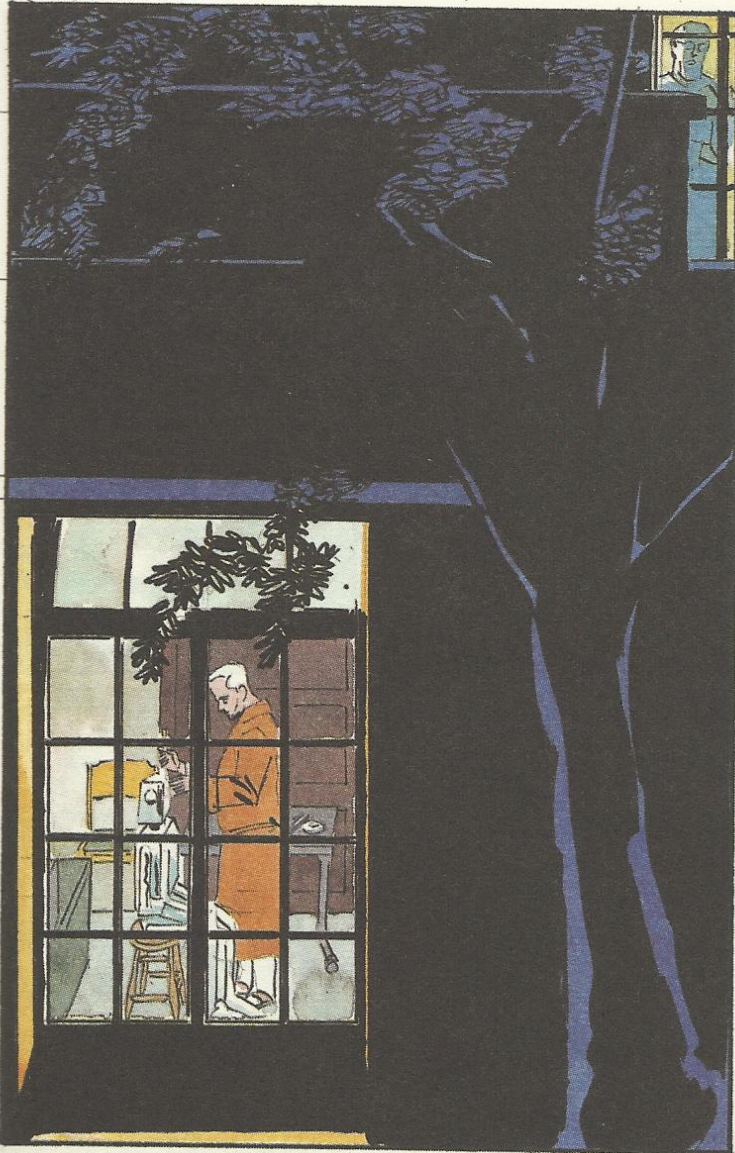
ব্যস্ত আছি বললে লোকের কৌতূহলটা বেড়ে যায়। ফোন করে জানতে চায় ব্যস্ততার কারন কী। বুঝতেই পারছ কারণটা সবসময় বলা যায় না।

আজকের কাগজে রোবো-সহ প্রোফেসর শঙ্কুর আসার কথা পড়লাম। তাই খবর না দিয়েই সটান চলে এলাম। আশা করি কিছু মনে করোনি।
না, না।
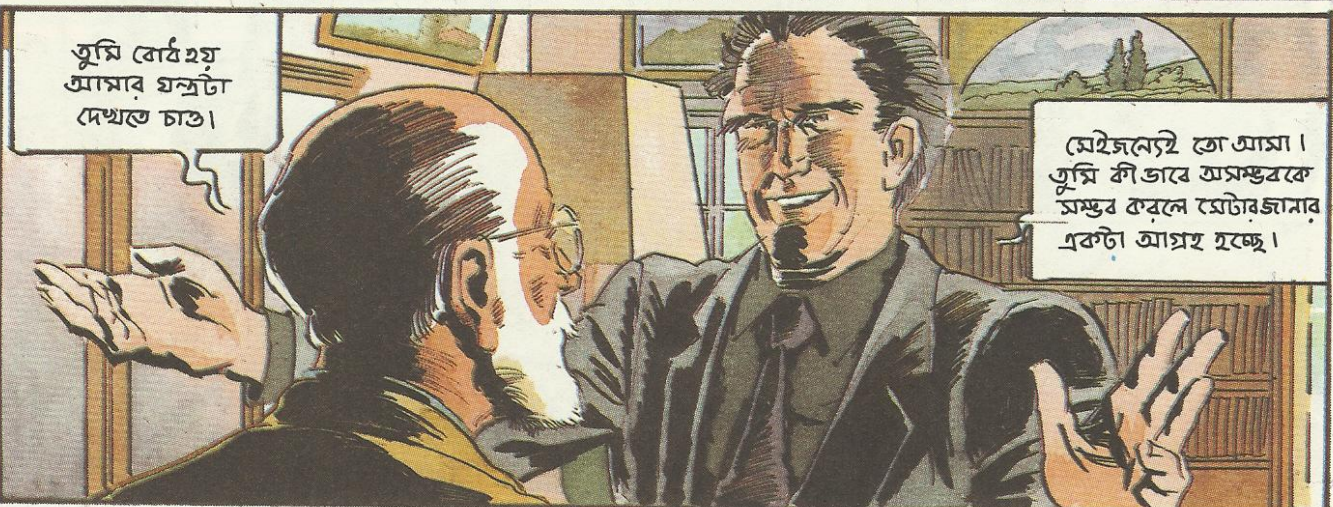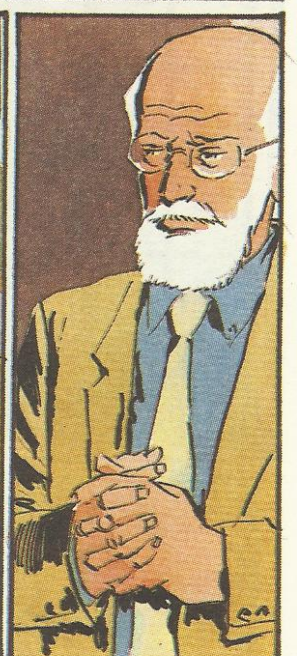
তুমি বোধহয় আমার যন্ত্রটা দেখতে চাও।
সেইজন্যেই তো আসা। তুমি কী ভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করলে সেটা জানার একটা আগ্রহ হচ্ছে।

তুমি বোধহয় চেহারাটার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দাওনি। আমার মনে হয় এ জিনিস-টাকে যান্ত্রিক মানুষ না বলে কেবল যন্ত্র বলাই ভাল- তাই নয় কী ?
আমি কাজের ওপরই জোরটা দিয়েছি বেশি- সেটা ঠিক।
....ও!
তোমার রোবো ভাল অঙ্ক করতে পারে শুনেছি।
টেস্ট করবে !?
দুইয়ে-দুইয়ে কত হয় ?
চার!
এত জোরে ত ও কথা বলে না।

$\int_0^R r[J_0(B_m \times r)]^2 dr = \frac{R^2}{2}[J_0'(B_m \times R)]^2$
অঙ্ক ছাড়া আর কী জানে ও ?
তোমার বিষয়ে ওর অনেক তথ্য জানা আছে। জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।
এত জ্ঞান তোমার যন্ত্রর ?
বেশ, বলো ত হের রোবু আমার নামটি কী ?
?

দেখি ত এটা ঘুরিয়ে কিছু হয় কিনা!
ওটায় যে একটা বড় রকম ডিফেক্ট রয়ে গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
যাই হোক, অঙ্কটা ভালই জানে। কাল বিকেলে ওটাকে নিয়ে একবার আমার বাড়িতে গেলে আমি সারিয়ে দিতে পারব বলে মনে হয়। তোমাদের দুজনেরই নেমন্তন্ন রইল।

আমার কাছে ব্যাপারটা ভারী আশ্চর্য লাগছে। এসো ত' দেখা যাক, ও এখন আবার ঠিকমতো কথা বলে কিনা।

আমি কে রোবু?
প্রোফেসর পমার।
এবার গিয়ে ওই চেয়ারটায় বসো ত রোবু।
ওই প্রশ্নের মুহূর্তে সাময়িক কোনও গণ্ড-গোল হয়েছিল। এ ব্যাপারে দায়ী করতে হলে আমাকেই করতে হয়। ওর আর কী দোষ?
গুড।

HOTEL
HOLLÄNDER HOF

বোর্গেল্টের পূর্বপুরুষরা ছিল অদ্ভুত। একজন- নাম জুলিয়াস বোর্গেল্ট- ব্যারন ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো মরা মানুষকে জ্যান্ত করতে গিয়ে নিজেই রহস্যময়ভাবে প্রাণ হারান।

এ ছাড়া দু-একজন উন্মাদ পুরুষদের কথা শোনা যায়, যারা নাকি বেশির ভাগ জীবনই পাগলা গারদে কাটিয়েছিল।

এসো, এসো। তোমরা আসায় আমি ভারী খুশি হয়েছি।

কী ঠান্ডা হাত!

লাইব্রেরিতে গিয়ে রাখো।

শঙ্কু, তোমার আর আমার জন্য আপেলের রস বলেছি।

?

রুডি আমার জন্মের আগে থেকেই এ-বাড়িতে আছে। ওরা তিন পুরুষ ধরে এ-বাড়িতে কাজ করছে।

টু দ্য ফিউচার অব রোবোটিক!
?
প্রোফেসর পমারের ফোন।
বাড়ির সব লাইন খুলে রেখেছি। শুধু প্যাসেজের ফোনটা চালু আছে।
প্রোফেসর শঙ্কু, আজ পঞ্চাশ বছর ধরে বৈজ্ঞানিকেরা যান্ত্রিক মানুষ নিয়ে গবেষণা করছে... এ-নিয়ে কিছু কাজ আমিও করেছি তা জান বোধহয়।
জানি। আমি তোমার কিছু লেখাও পড়েছি।

আমি শেষ লেখা লিখেছি দশ বছর আগে। আমার আসল গবেষণা শুরু হয়েছে সেই লেখার পর, যে-বিষয়ে একটি তথ্যও আমি কোথাও প্রকাশ করিনি।
দুম
দুম
শব্দটা নীচ থেকে আসছে।
নীচের তলা থেকে আসছে। পমার এত দেরি করছে কেন? কার সঙ্গে ফোনে কথা বলছে?
পমারের ফোনটা বোধহয় জরুরি।
?
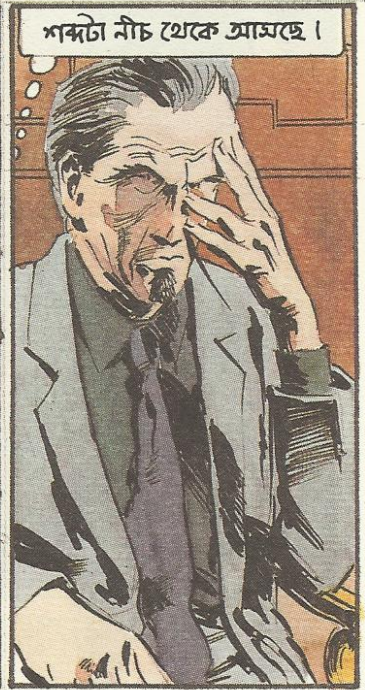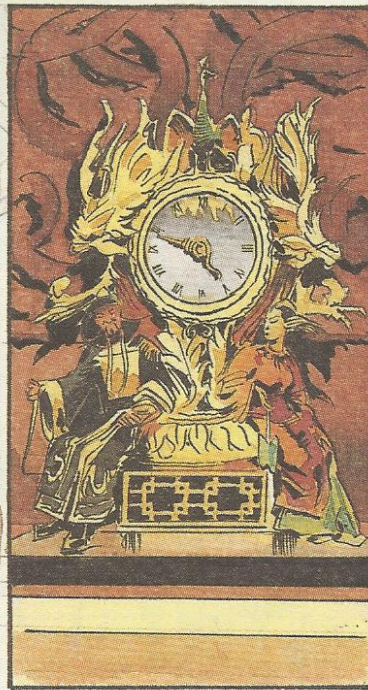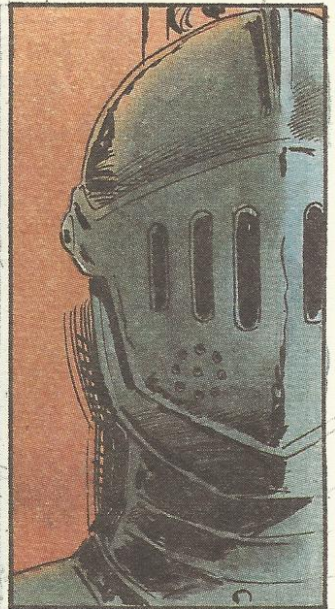
তোমার রোবোটা আমাকে বিক্রি করবে?
সে কী কথা! কেন বলো ত?
আমার ওটা দরকার। কারন শুধু একটাই, আমার রোবো অংক করতে পারেনা। অথচ ওটার আমার বিশেষ প্রয়োজন।
তোমার রোবো কি এখানে আছে?
হ্যাঁ.... আমার রোবোর মতো রোবো আজ পর্যন্ত কেউ তৈরি করতে পারেনি। আমি গট্‌ফ্রিড বোর্গেল্ট - যা সৃষ্টি করেছি তার তুলনা নেই।... শুধু ওই একটা গুনের অভাব।
ওটাই তো আমার রোবুর কৃতিত্ব।
মাপ করো বোর্গেল্ট। ওকে আমি বেচতে পারব না। সত্যি বলতে কি, তুমি যখন এত বড় বৈজ্ঞানিক...
...তখন আর একটু পরিশ্রম করলে তুমি নিজেই করতে পারবে না কেন?
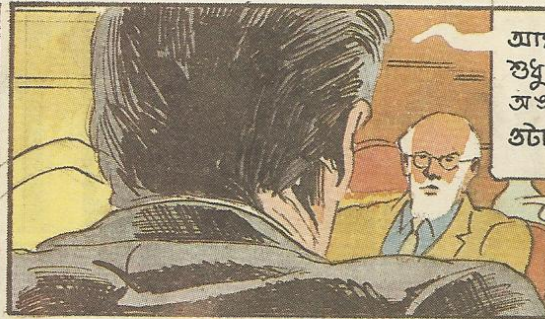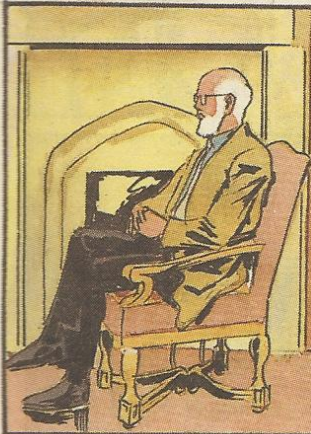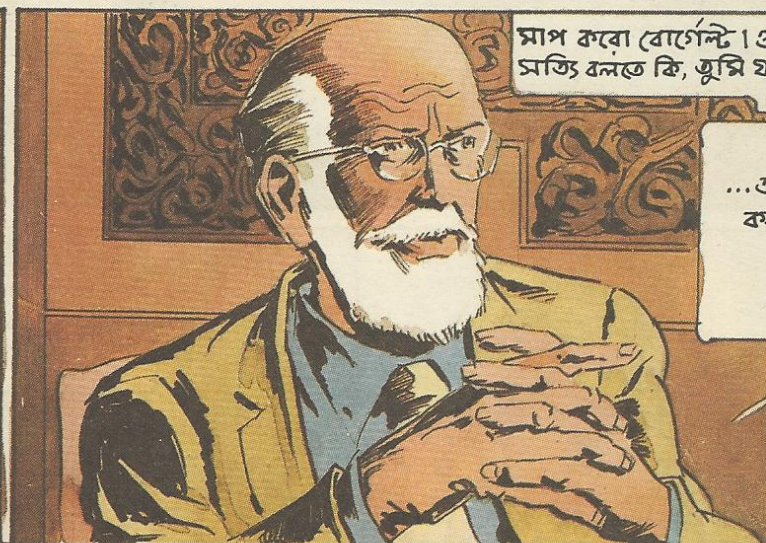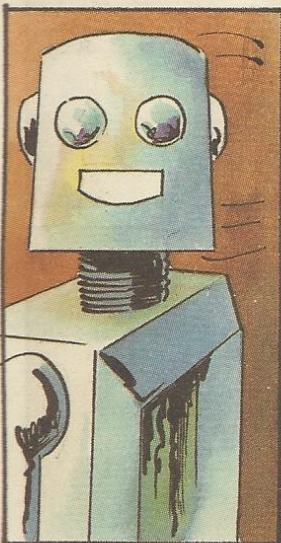
তার কারন সবাই সব কিছু পারে না। এটাই পৃথিবীর নিয়ম।

চেষ্টা করলে যে পারি তা আমিও জানি, কারন আমার অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু সময় কম।
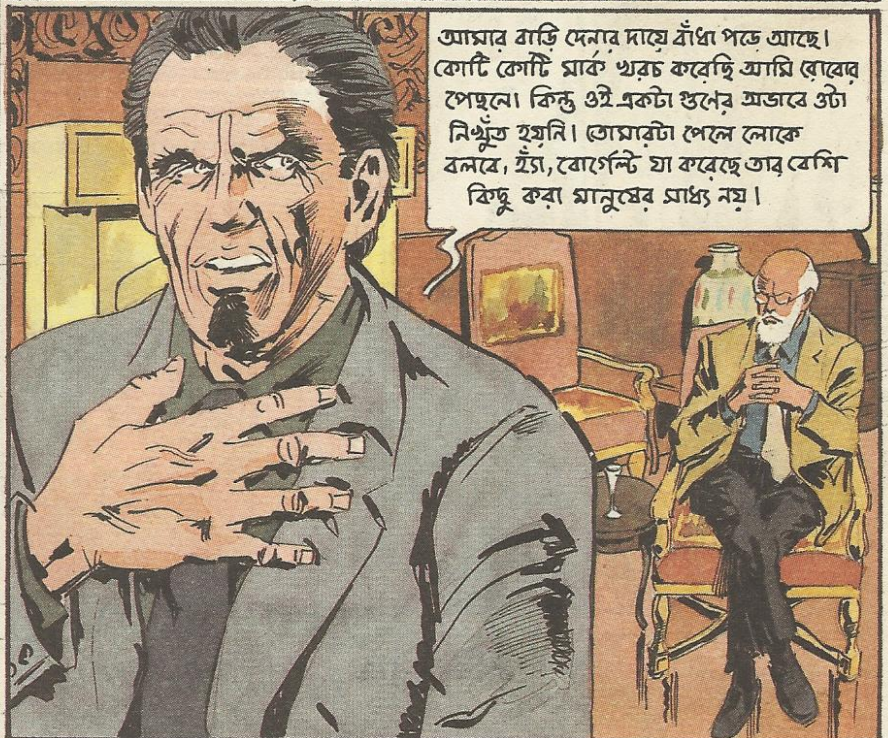
আমার বাড়ি দেনার দায়ে বাঁধা পড়ে আছে। কোটি কোটি মার্ক খরচ করেছি আমি রোবোর পেছনে। কিন্তু ওই একটা গুনের অভাবে ওটা নিখুঁত হয়নি। তোমারটা পেলে লোকে বলবে, হ্যাঁ, বোর্গেন্টি যা করেছে তার বেশি কিছু করা মানুষের সাধ্য নয়।

আমার সিন্দুকে কিছু সোনার গেল্ড আছে চারশো বছরের পুরনো। সে গেল্ড আমি তোমাকে দেব। তুমি রোবোটা বিক্রি করে দাও।

... আমাকে?
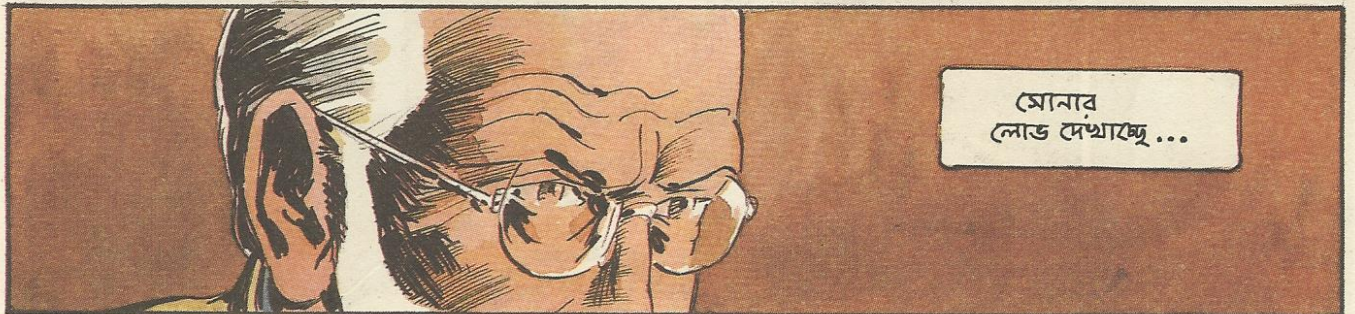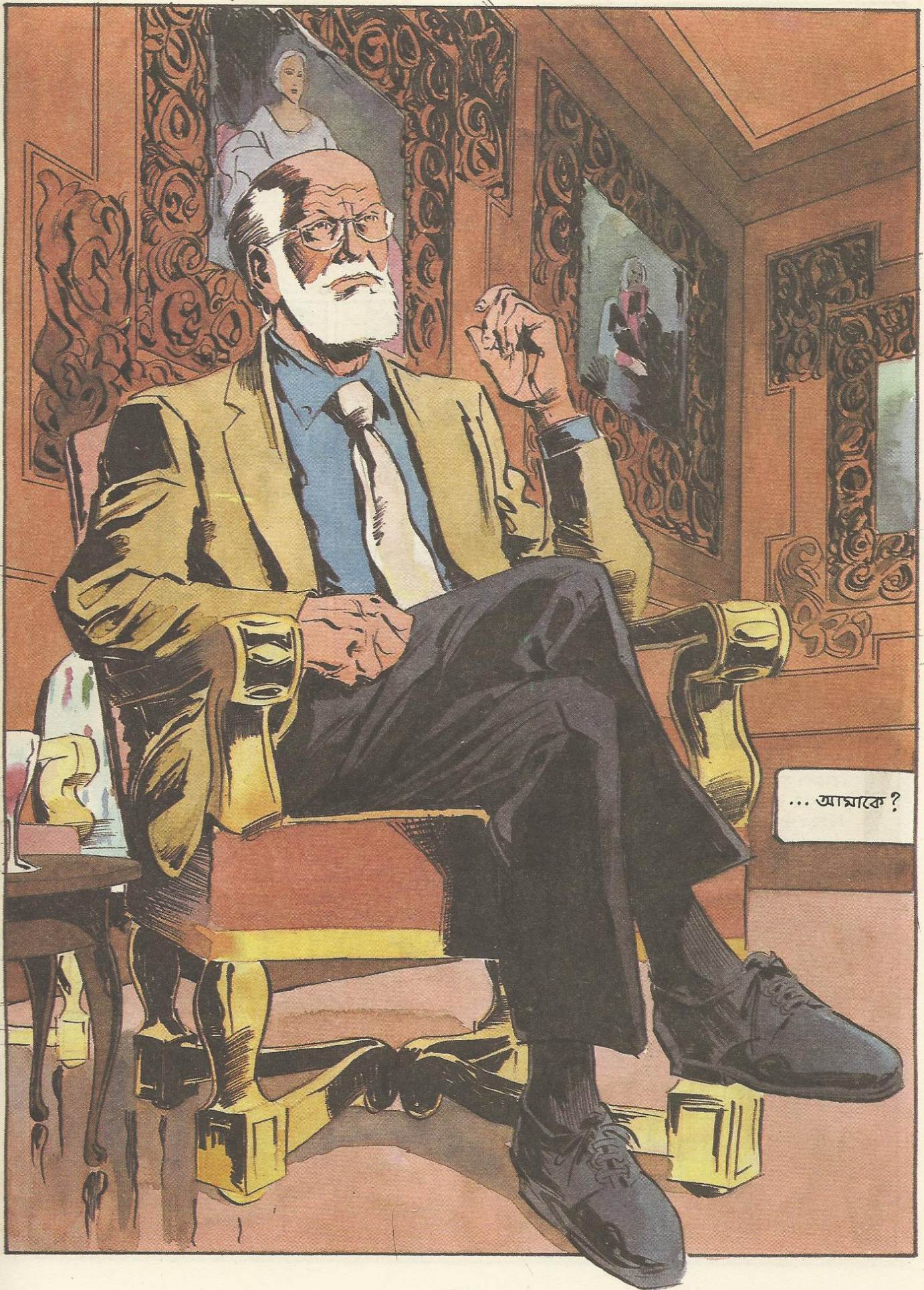
লোভ জিনিসটা যে কতকাল আগে জয় করেছি, তা ত আর তুমি জানো না। বোর্গেল্ট।

তা হলে আর তুমি কোনও রাস্তা রাখলে না আমার জন্য।

তোমার কথাবার্তার সুর আমার ভাল লাগছে না, বোর্গেল্ট। সোনা কেন — হিরের খনি দিলেও আমার রোবুকে বিক্রি করব না।
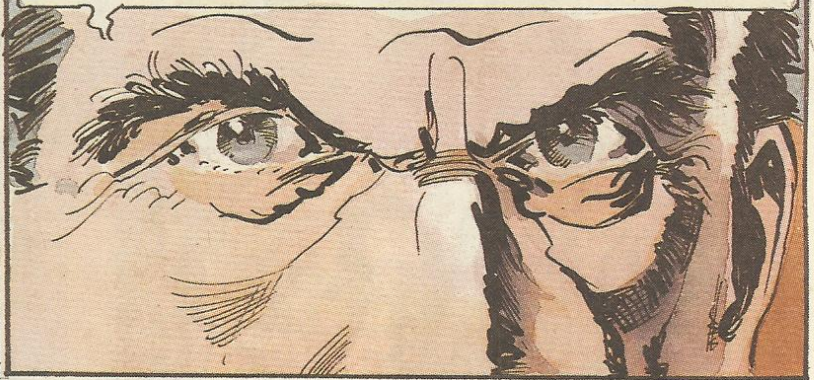
প্রান সৃষ্টি করার চেয়ে প্রান ধ্বংস করা কত সহজ সেটা তুমি জানো না, শঙ্কু।
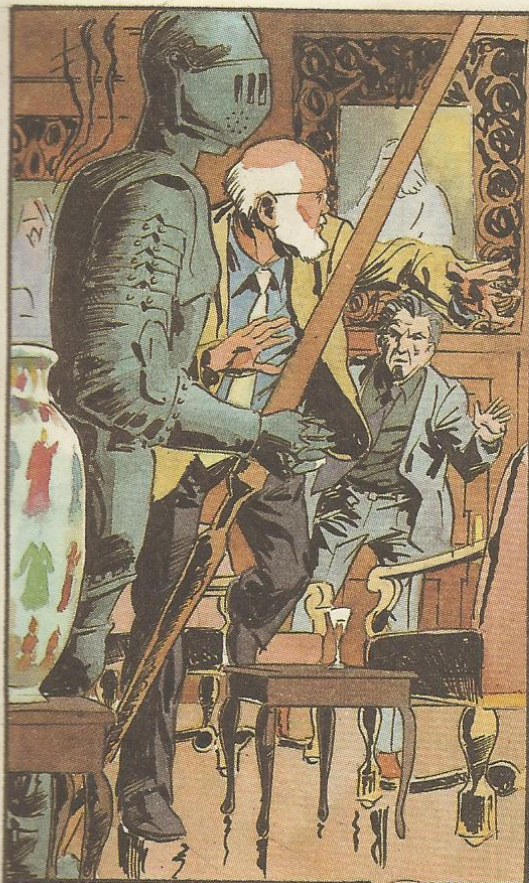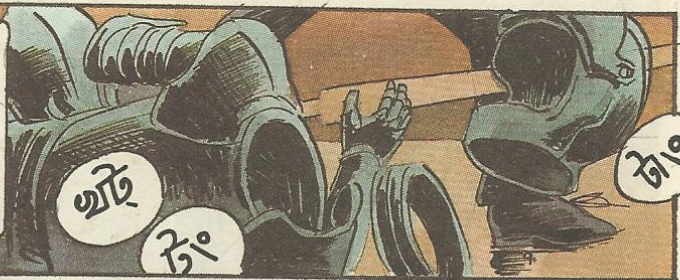
পমারের সঙ্গে বোর্গেল্ট ষড় করে আমার সর্বনাশে করতে চলেছে। ...আমি নিশ্চিত।
খটাং
টং
টাং
কোথায় পালাবে শঙ্কু?
আমার গায়ে শক-রোধ করা কার্বোথিনের গেঞ্জি আছে।...কিন্তু গায়ের জোরে এই জার্মানের সঙ্গে পারব কী করে?...রোবু...
?!!!

অ্যাঁ ম ম
উ ?
!
ধপ্

দরজা খোলো - শঙ্কু,
দরজা খোলো!
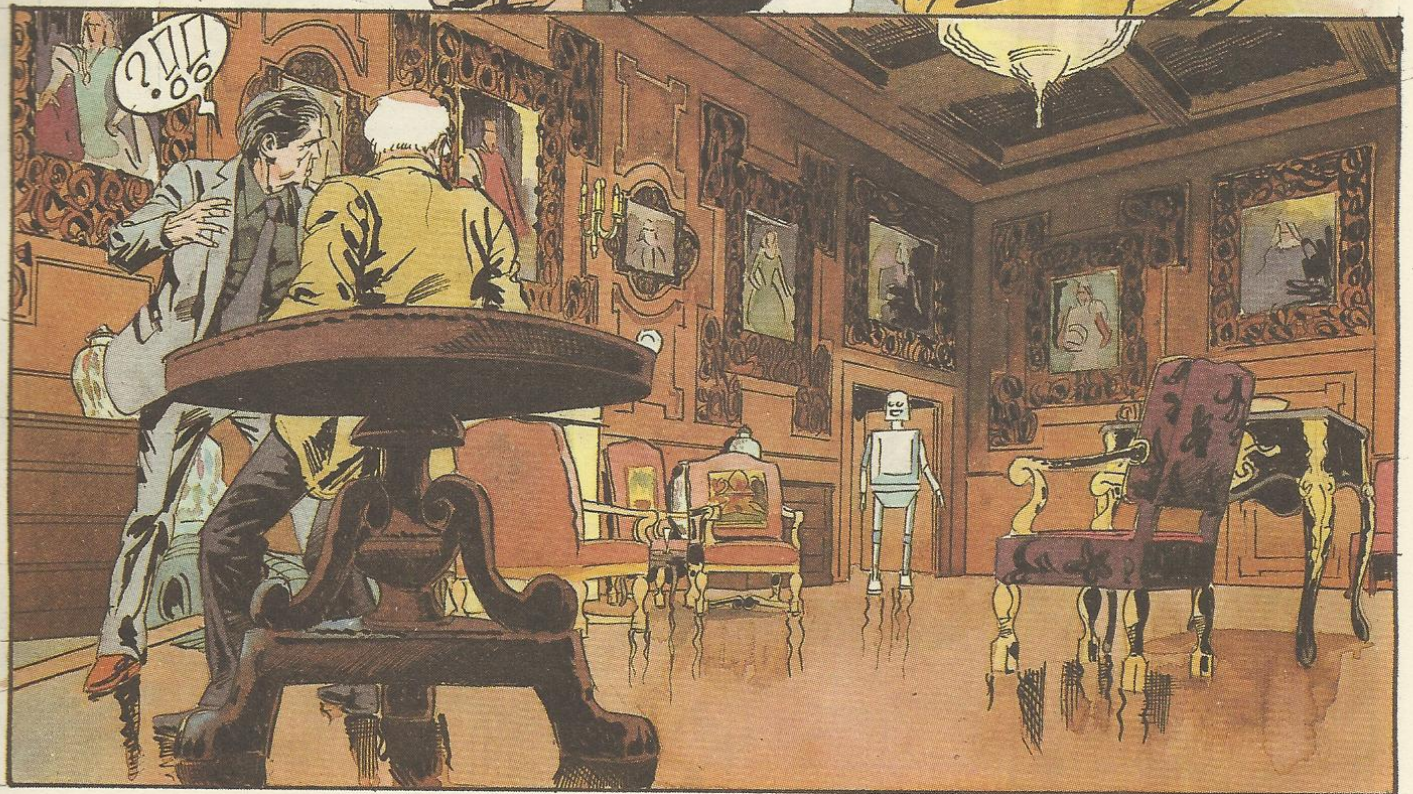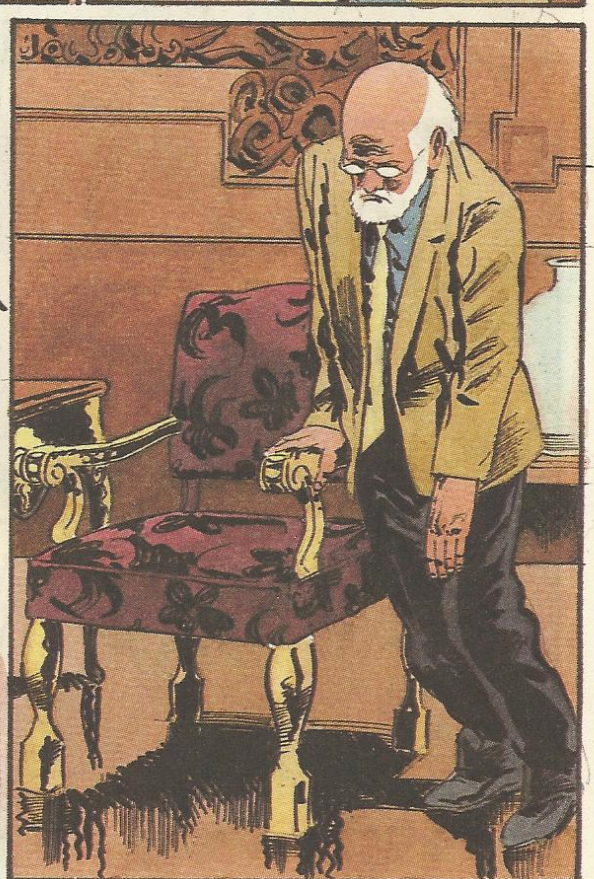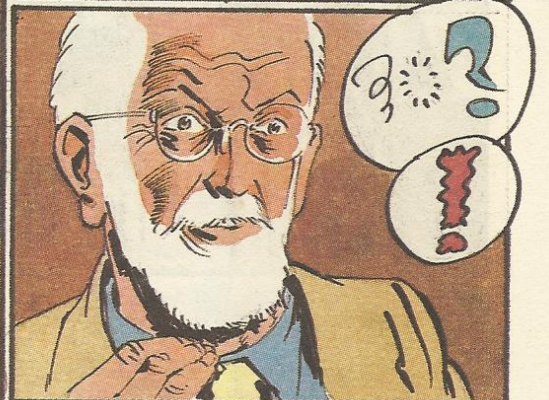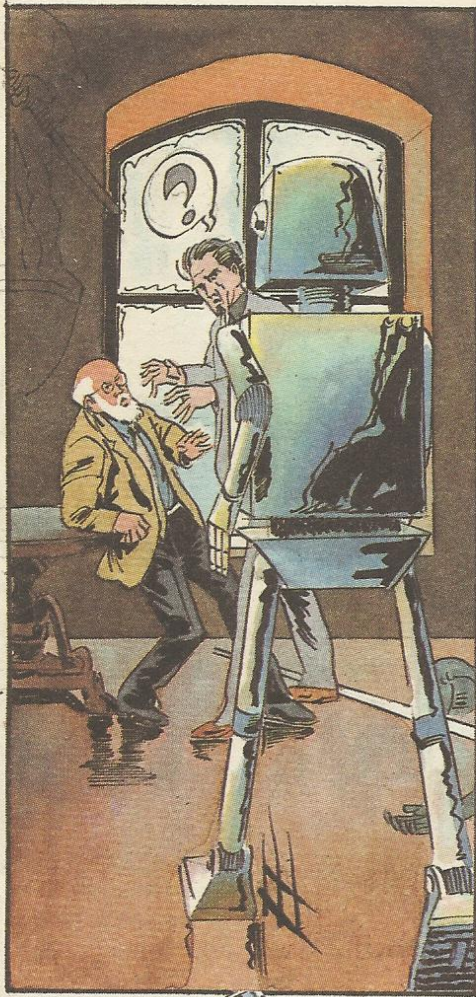
কী ব্যাপার ?
কোনও সন্দেহ নেই ইনিই আসল বৈজ্ঞানিক গটফ্রিড বোর্গেল্ট।
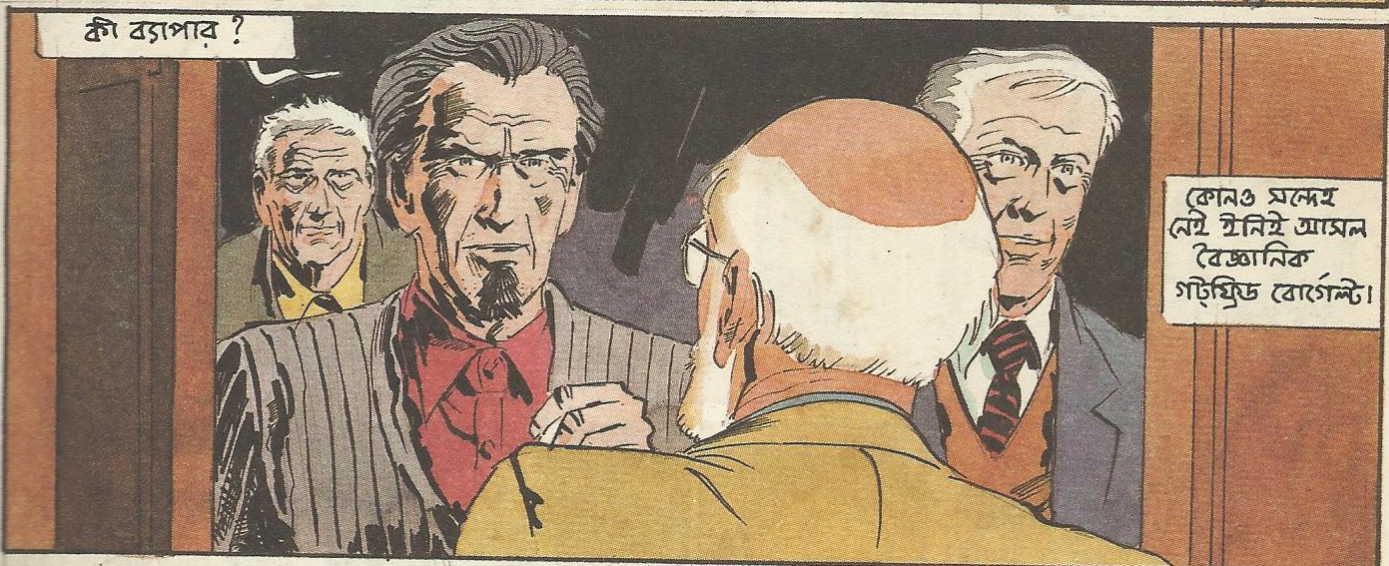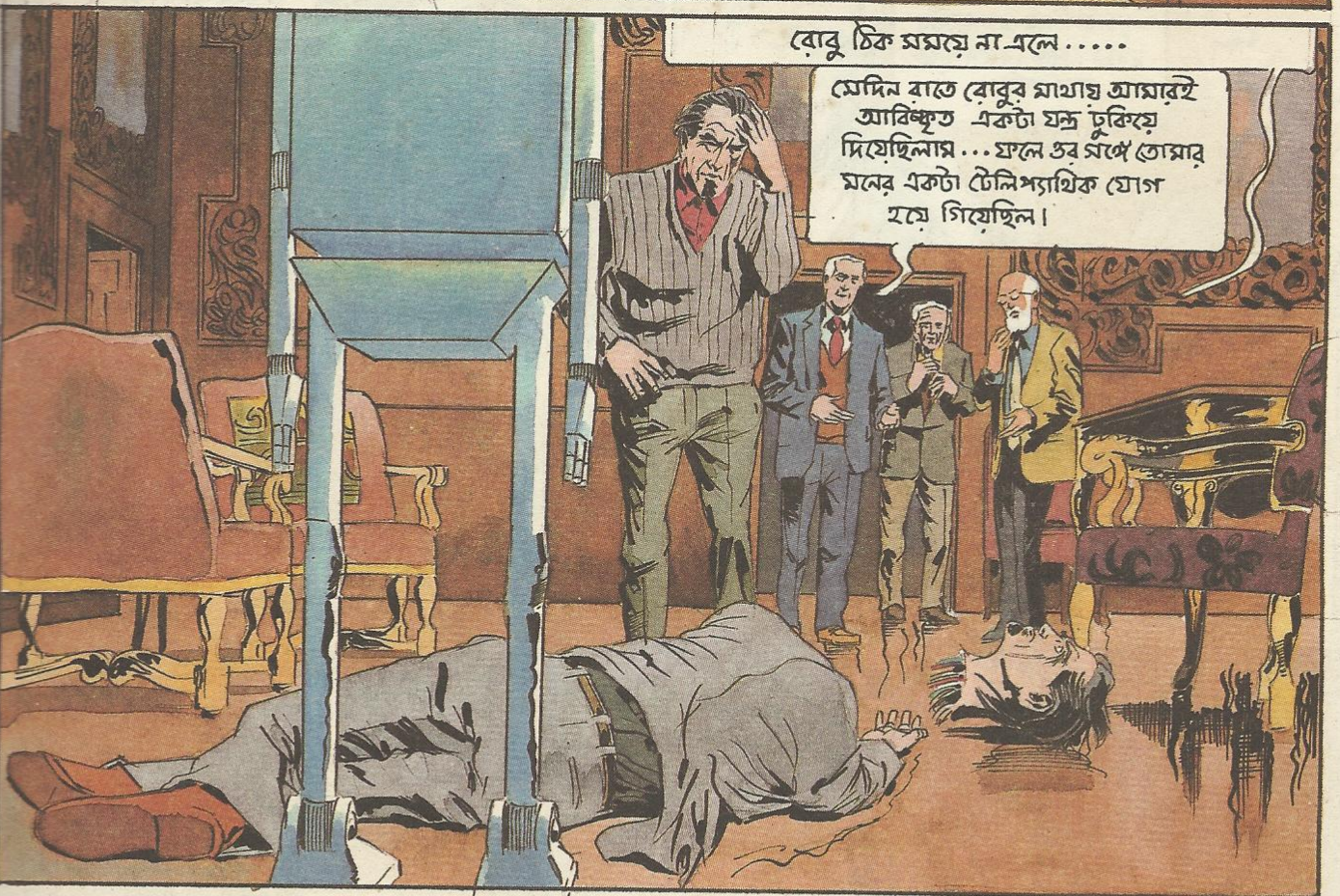
রোবু ঠিক সময়ে না এলে .....
সেদিন রাতে রোবুর মাথায় আমারই আবিষ্কৃত একটা যন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম... ফলে ওর সঙ্গে তোমার মনের একটা টেলিপ্যাথিক যোগ হয়ে গিয়েছিল।

যান্ত্রিক মানুষ যন্ত্রের মতো হওয়াই ভাল। একে আমি এত আমার মতো করে ফেলেছিলাম ....ও আমাকে আর সহ্য করতে পারল না। ব্রেন জিনিসটার মতিগতি কি আর মানুষে স্থির করতে পারে...ওর বাঁধন খুলে দিতেই আমাকে...
... বন্দি করে ফেলল। আমাকে মারেনি...ও জানত বিগড়ে গেলে আমি ছাড়া ওর গতি নেই।
রুডি সবই জানত — কিন্তু ভয়ে কিছু করতে পারছিল না। ফোনের ধাপ্পাটা ওরই কারসাজি। ...দুজনে গিয়ে বেসমেন্টের দরজা ভেঙে বোর্গেল্টকে বার করি।
রোবু সেদিন বোর্গেল্টের নাম কেন বলেনি বুঝতে পারছ ?
যে আসলে বোর্গেল্ট নয় তার নাম বোর্গেল্ট ও কী করে বলবে ?
আমরা বুঝিনি। ও ঠিক বুঝেছিল। যন্ত্রই যন্ত্রকে চেনে ভাল।
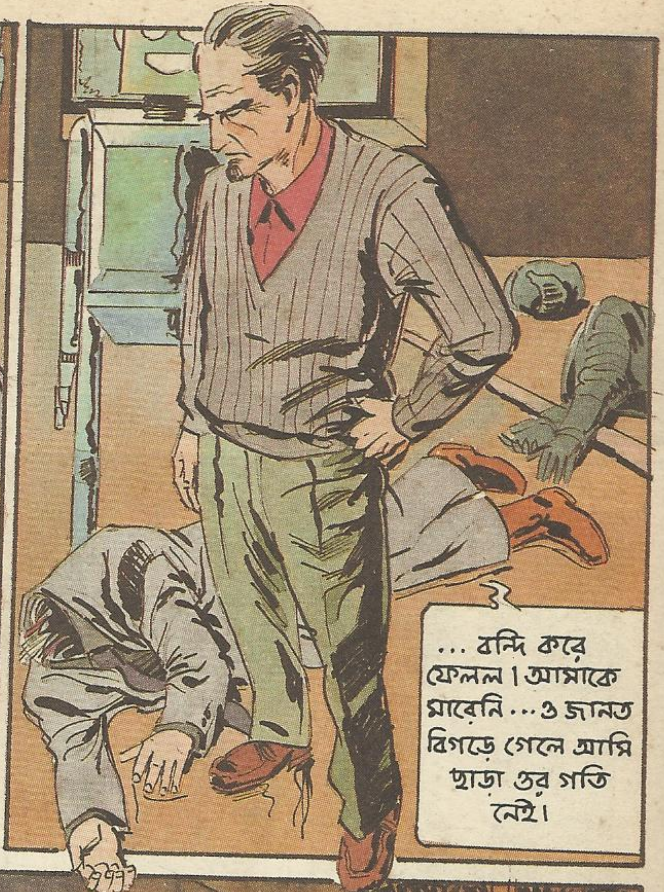
সমাপ্ত